অধ্যায় ৯: বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও উন্নয়ন

প্রশ্ন ▶ ১ রুনারা ছয় ভাই-বোন। বাবা ভাল বেতনের চাকরি করলেও পরিবারে অভাব-অনটন লেগেই থাকে। সকলের মৌলিক চাহিদাগুলো ঠিকমত পূরণ করা যায় না।

/চ. বো. '১৭; খাগড়াছড়ি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ/

ক. বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে? ১

খ. জনসংখ্যার সাথে জনসম্পদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যার ক্ষেত্রে সরকারি নীতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব শুধু সরকারের? যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১২৩৭ জন লোক বাস করে।

খ জনসংখ্যার সাথে জনসম্পদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।
বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর তুলনায় আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জনগণের মাথাপিছু জমি ও সম্পদের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। জনসংখ্যা বেশি হওয়ায় কর্মহীন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। তাই জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এতে করে দেশের অশিক্ষিত ও কর্মহীন জনগোষ্ঠী বিশেষ করে তরুণদের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে হবে। ফলে দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যাটি হলো জনসংখ্যা সমস্যা এবং এক্ষেত্রে সরকার জনসংখ্যা নীতি গ্রহণ করেছে।
সাধারণভাবে একটি দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য যে দিক নির্দেশনা প্রণয়ন করা হয় তাকেই দেশটির জনসংখ্যানীতি বলে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই নীতি প্রণয়ন করা হয়। এই নীতির লক্ষ্য হলো দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি নাগরিকদের জীবনমানের উন্নতি এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ সরকারও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন করেছে।
সরকারের জনসংখ্যানীতি প্রণয়নের কিছু লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন- দেশের মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা পৌঁছে দেওয়া। একইসাথে শিশু ও নারীর অপুষ্টির হার কমিয়ে আনা, ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, প্রতিটি গ্রামে প্রসূতিদের নিরাপদ সন্তান জন্মদানের সুযোগ সৃষ্টি করা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে সর্বত্র ও সকলের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি। এছাড়াও দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাও সরকারের জনসংখ্যানীতির লক্ষ্য।
উদ্দীপকে রুনারা ছয় ভাই বোন। তাদের বাবা ভালো বেতনের চাকুরি করলেও পরিবারে অভাব-অনটন লেগেই থাকে। সকলের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ হয় না। এখানে রুনার পরিবারের মাধ্যমে দেশের জনসংখ্যা সমস্যাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে সরকার জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন করেছে।

ঘ আমি মনে করি, উক্ত সমস্যা অর্থাৎ জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারিভাবেও এ সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
এক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাগুলো বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। যেমন- কমিউনিটিভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় গ্রাম ও শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরিবার ছোট রাখার পরামর্শ ও শিক্ষা দিতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের দুই সন্তানের পরিকল্পিত পরিবার গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ সংস্থাগুলোর মাধ্যমে দেশে বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। একইসাথে জনগণকে বিভিন্ন উপকরণ, যেমন- পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সাময়িকী পোস্টার, ক্যালেন্ডার, চার্ট, নিউজ লেটার, ডকুমেন্টারি ফিল্ম ইত্যাদির মাধ্যমে জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবিলায় সচেতন করতে হবে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণকে প্রশিক্ষিত করতে হবে। সংস্থাগুলোকে স্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের জন্য কর্মশালা আয়োজন করে তাদের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এভাবে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলোকেও দায়িত্ব পালন করতে হবে।
উদ্দীপকের রুনারা ছয় ভাই-বোন। তাদের বাবা ভালো বেতনে চাকুরি করলেও পরিবারে অভাব-অনটন লেগেই থাকে এবং সকলের মৌলিক চাহিদাও পূরণ হয় না। রুনার পরিবারের মাধ্যমে জনসংখ্যা সমস্যাকে নির্দেশ করা হয়েছে যা সমাধানে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারিভাবেও উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶ ২

/রা. বো. '১৭/

ক. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বর্গকিলোমিটারে কত জন লোক বাস করে? ১

খ. জনসংখ্যা নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উল্লিখিত কার্যক্রমগুলো কোন উদ্যোগকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত উদ্যোগই কি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট?— মতামত দাও। ৪

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩৫ জন লোক বাস করে।

খ সাধারণভাবে একটি দেশের জনসংখ্যা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য যে দিক নির্দেশনা করা হয় তাকে বলা হয় দেশটির জনসংখ্যা নীতি।
দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই নীতি প্রণয়ন করা হয়। এ নীতির লক্ষ্য হলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে দেশের নাগরিকদের জীবনমানের উন্নতি এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

https://teachingbd24.com

গ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উল্লিখিত কার্যক্রমগুলো বেসরকারি উদ্যোগকে নির্দেশ করে।

স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো (NGO) বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বেসরকারি উদ্যোগে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বেসরকারি সংস্থাগুলোর কিছু কার্যক্রম আছে। যেমন- পরিবার পরিকল্পনা, প্রকল্পের আওতায় মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, টিকা, ইনজেকশন ও পুষ্টি বিষয়ে সেবা প্রদান করে। পাশাপাশি সচেতনতা কার্যক্রম হিসেবে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সাময়িকী, পোস্টার, ক্যালেন্ডার, চার্ট, নিউজলেটার, ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শন প্রভৃতি কাজ সম্পাদন করে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ হিসেবে টিকাদান ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে যা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বেসরকারি উদ্যোগকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উল্লিখিত কার্যক্রমগুলো বেসরকারি উদ্যোগকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত উক্ত উদ্যোগই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট নয়। উদ্দীপকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বেসরকারি উদ্যোগ হিসেবে টিকাদান ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ ও ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগ হিসেবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষার হার বাড়ানো, নারী শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর পাশাপাশি নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, পরিবার ছোট রাখার জন্য পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম চালু, বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের ওপর জোর দেওয়াসহ আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণ এবং নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করা হয়।

উদ্দীপকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে যে সকল কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে তা শুধু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বেসরকারি উদ্যোগকে নির্দেশ করে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে শুধু বেসরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। বেসরকারি উদ্যোগের সাথে প্রয়োজন উপরিল্লিখিত সরকারি উদ্যোগসমূহ।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত বেসরকারি উদ্যোগসমূহ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন ▶ ৩

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ উদ্যোগ
- → নিরক্ষরতা দূরীকরণ
- → নারী শিক্ষার প্রসার
- → স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমূলক কাজ
- → রেজিস্ট্রেশন এবং কর্মসংস্থান

[দি. বো. '১৭; নওগাঁ জিলা স্কুল, নওগাঁ]

ক. জনসংখ্যা নীতি কী? ১

খ. জনসংখ্যার সাথে জনসম্পদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্দীপকে যে ধরনের উদ্যোগ দেখানো হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উপরে উল্লিখিত উদ্যোগটি যথেষ্ট নয়— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের জনসংখ্যা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য যে দিক নির্দেশনা অনুসরণ করা হয় তাকে জনসংখ্যা নীতি বলে।

খ জনসংখ্যা ও জনসম্পদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ, জনসংখ্যা যখন সম্পদে পরিণত হয় তখন তাকে জনসম্পদ বলে।

সম্পদ যেখানে সীমিত সেখানে একটি দেশের বিশাল জনসংখ্যা তার জন্য বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু, উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এই জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করা সম্ভব। যেমন- চীন ও ভারত ইতোমধ্যে তাদের বিশাল জনসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তর করেছে। তাই বলা যায়, জনসংখ্যা ও জনসম্পদ একই সূত্রে গাঁথা।

গ উদ্দীপকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগগুলোকে দেখানো হয়েছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের দায়বদ্ধতা অনেক। এ কারণে সরকার জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্থিতিশীল রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকার এ কাজ করে যাচ্ছে, যার প্রতিফলন ছকেও পরিলক্ষিত হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কতগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন- নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ এবং ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান করছে। পরিবার ছোট রাখার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম চালু করেছে। কাজী অফিসে বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের ওপর জোর দিয়েছে এবং হাঁস-মুরগির খামার ও মাছ চাষের মতো আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। উল্লিখিত কাজগুলো ছকেও প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, ছকের কাজগুলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গৃহীত সরকারি উদ্যোগগুলোকে নির্দেশ করে।

ঘ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্দীপকে উল্লেখ করা সরকারি উদ্যোগগুলো যথেষ্ট নয়। এর পাশাপাশি বেশকিছু বেসরকারি উদ্যোগও এই সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (NGO) কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। এক্ষেত্রে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছে। সরকারি উদ্যোগ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের সুষ্ঠু সমন্বয় এবং এসব উদ্যোগ আরও জোরদার করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কমিউনিটিভিত্তিক বেসরকারি পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় গ্রাম ও শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরিবার ছোট রাখার পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলো বাংলাদেশ সরকারের দুটি সন্তানের পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছে। বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করছে। পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সাময়িকী, পোস্টার, ক্যালেন্ডার, চার্ট, নিউজলেটার, ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রভৃতি উপকরণের মাধ্যমে জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবিলায় তৎপরতা চালাচ্ছে। এছাড়া বেসরকারি সংস্থাগুলো স্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের জন্য কর্মশালা আয়োজন করে তাদের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করছে, যা জনসংখ্যা হ্রাসের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

সার্বিক দিক বিবেচনায় এ কথা বলা যায়, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলোর গৃহীত কার্যক্রমেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪ সুফিয়া ও জামিলা দুই বোন। সুফিয়ার স্বামীর হাঁস-মুরগির খামার আছে। তার সামান্য আয়ে দুই সন্তান নিয়ে সুখে দিন কাটে। কিন্তু জামিলার স্বামী ভালো আয় করেন। পাঁচজন সন্তান নিয়ে তার অভাব মেটে না। *[চ. বো. '১৭]*

ক. জনসংখ্যানীতি কী? ১

খ. জনসংখ্যাকে কীভাবে জনসম্পদে রূপান্তর করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জামিলার পরিবারের সমস্যার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টার ফলেই দেশ থেকে জামিলাদের সমস্যা সমাধান সম্ভব— যুক্তি দাও। ৪

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক জনসংখ্যানীতি বলতে জনসংখ্যা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত নীতিকে বোঝায়।

খ উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করে দেশের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

দেশের অশিক্ষিত ও কর্মহীন জনগোষ্ঠী বিশেষ করে তরুণদের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে জনসংখ্যাকে অনায়াসে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব। এছাড়া বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে একটি দেশের জনসংখ্যাকে বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়কে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে দক্ষ করে তোলার মাধ্যমেও জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব। এর ফলে অধিক জনসংখ্যা আর দেশের বোঝা হিসেবে গণ্য হবে না।

গ উদ্দীপকের জামিলার পরিবারের সমস্যার কারণ হলো পরিবার পরিকল্পনার অভাব।

জনসংখ্যাকে একটি দেশের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ উপাদান দেশের জন্য কল্যাণকরও হতে পারে আবার অকল্যাণকরও হতে পারে। সাধারণত দেশের সম্পদ ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা বেশি হলে তা দেশের জন্য বোঝা হিসেবে বিবেচিত হয়। তখন তা একটি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানের মতো উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হওয়ায় জনসংখ্যাস্ফীতিই এসব দেশের জন্য সমস্যা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। যার মূলে রয়েছে সঠিক পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের অভাব। উদ্দীপকের জামিলার পরিবারের ক্ষেত্রেও আমরা অনুরূপ বিষয়টি দেখতে পাই।

ধর্মীয় অপব্যাখ্যা, অশিক্ষা, কুসংস্কার ইত্যাদির কারণে বাংলাদেশের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মানুষেরা পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে আগ্রহী নয়। যার ফলে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। এমনও দেখা যায়, একটি পরিবার চার-পাঁচজন সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে পরিবারের আয় বেশি হলেও সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ায় সবার চাহিদা মেটাতে হিমশিম খেতে হয়। উদ্দীপকে জামিলার পরিবারের ক্ষেত্রে দেখা যায় তার স্বামী ভালো আয় করলেও পাঁচজন সন্তান থাকায় পরিবারের চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে তার পরিবারের সমস্যার জন্য দায়ী পরিবার পরিকল্পনার অভাব। যদি তারা পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে সন্তান সংখ্যা দুই জনে সীমিত রাখত তাহলে তারা সুখী ও সুন্দর জীবনযাপন করতে পারত।

ঘ সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টার যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমেই দেশ থেকে জামিলাদের সমস্যা তথা অধিক জনসংখ্যাজনিত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

একটি দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য ঐ দেশের জনসংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে জনসংখ্যা যদি দেশের সম্পদ ও চাহিদার তুলনায় বেশি হয়ে যায় তাহলে তা অর্থনীতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা বেশি হওয়ায় তা দেশের প্রধান জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। আর এ জাতীয় সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারিভাবে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে সরকারিভাবে ইতোমধ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেমন-নিরক্ষরতা দূর করা ও শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া সরকার বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের ওপর জোর দিয়েছে। অন্যদিকে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে সরকারের পরিপূরক হিসেবে অনবদ্য অবদান রেখে চলেছে বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত উদ্যোগগুলো। এ উদ্যোগগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখছে পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় গ্রাম ও শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরিবার ছোট রাখার পরামর্শ ও শিক্ষা দেওয়া হয়। পাশাপাশি মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, টিকা ও পুষ্টি বিষয়েও সেবা দেওয়া হয়। এছাড়া বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ রোধ, সচেতনতা কার্যক্রম যেমন- পোস্টার, ক্যালেন্ডার, চার্ট, নিউজলেটার, ডকুমেন্টারি ফিল্ম ইত্যাদি জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পরিশেষে বলা যায়, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত উদ্যোগগুলোর কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ৫

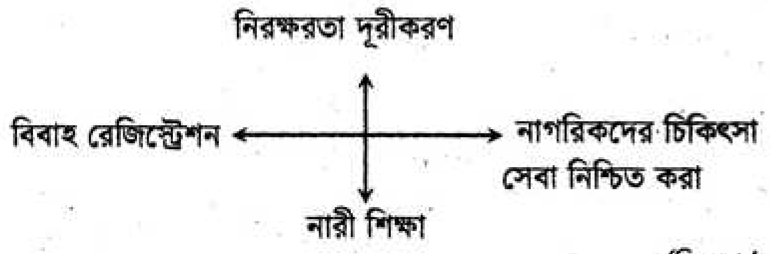

[সি. বো. '১৭]

ক. কোন দিনটিতে জাতীয় জনসংখ্যা দিবস উদযাপন করা হয়? ১

খ. জনসংখ্যা নীতির প্রয়োজনীয়তা কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কোন উদ্যোগের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকে উল্লিখিত উদ্যোগই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ২ ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় জনসংখ্যা দিবস উদযাপন করা হয়।

খ জনসংখ্যা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণে জনসংখ্যা নীতির প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক।

জনসংখ্যা ও উন্নয়ন এই দুটি ধারণা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। এ কারণে কোনো দেশের উন্নয়নের অন্যতম প্রভাবক হিসেবে জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করা হয়। এক্ষেত্রে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে জনসংখ্যানীতি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'গ' উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ সৃজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' উত্তর দ্রষ্টব্য।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৬ চুড়িপট্টি গ্রামের মিলি বিশ্বাস একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন। সান্তনা রানী সদর হাসপাতালে সেবিকা হিসেবে কর্মরত আছেন। মিলি ও সান্তনার বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু এখনও এ গ্রামের মানুষের দুঃখ-কষ্ট একেবারে লাঘব হয়নি। *[য. বো. '১৭]*

ক. সরকার কত সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে? ১

খ. বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুটা কমে এসেছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কোন উদ্যোগটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্দীপকে উল্লিখিত উদ্যোগটি যথেষ্ট? মতামত দাও। ৪

৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

খ বাংলাদেশ সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করেছে। পাশাপাশি সরকারিভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন- ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ, নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানো, পরিবার ছোট রাখার জন্য জনস্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম চালু এবং নারীদের আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। এছাড়া বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থাগুলোও জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ফলে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুটা কমে এসেছে।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'গ' উত্তর অনুরূপ।

ঘ সৃজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' উত্তর অনুরূপ।

প্রশ্ন ▶ ৭

উদ্যোগ	কার্যক্রম
A	পোস্টার, চার্ট, নিউজলেটার বিতরণ
B	বিনামূল্যে বই বিতরণ, উপবৃত্তি প্রদান

[ব. বো. '১৭]

ক. বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে? ১

খ. জনসংখ্যা নীতি কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'B' উদ্যোগটি বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোন উদ্যোগ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর 'A' উদ্যোগটির উক্ত কার্যক্রমই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উদ্যোগ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১২৩৭ জন লোক বাস করে।

খ সাধারণভাবে একটি দেশের জনসংখ্যা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য যে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয় তাকেই বলা হয় দেশটির জনসংখ্যা নীতি। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সজো সামঞ্জস্য রেখে এই নীতি প্রণয়ন করা হয়। এ নীতির লক্ষ্য হলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে দেশের নাগরিকদের জীবনমানের উন্নতি এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'গ' উত্তর অনুরূপ।

ঘ না, আমি মনে করি 'A' উদ্যোগটির উক্ত কার্যক্রমই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উদ্যোগ নয়।

ছকের 'A' উদ্যোগে পোস্টার, চার্ট, নিউজলেটার বিতরণের কথা বলা হয়েছে যা বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বেসরকারি উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত সচেতনতামূলক কার্যক্রম। জনগণকে সচেতন করার জন্য বেসরকারি সংস্থাগুলো পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সাময়িকী, পোস্টার, ক্যালেন্ডার, চার্ট, নিউজলেটার, ডকুমেন্টারি ফিল্ম ইত্যাদি তৈরি ও প্রদর্শন করে থাকে। কিন্তু এসব সচেতনতা কার্যক্রম ছাড়াও বেসরকারি উদ্যোগে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আরও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বেসরকারি উদ্যোগে কমিউনিটিভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরিবার ছোট রাখার জন্য পরামর্শ ও শিক্ষা দেওয়া হয়। এ প্রকল্পের আওতায় মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, টিকা, ইনজেকশন ও পুষ্টি বিষয়েও সেবা প্রদান করা হয়। আবার সরকার কর্তৃক গৃহীত দুই সন্তানের পরিকল্পিত পরিবার গড়ার লক্ষ্য অর্জনে বেসরকারি সংস্থাগুলো কাজ করছে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে তারা কাজ করছে। দেশে বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ সংস্থাগুলোর বিশেষজ্ঞরা মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা, টিকা দান ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণকে প্রশিক্ষিত করছে। এছাড়াও বেসরকারি সংস্থাগুলো স্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের জন্য কর্মশালা আয়োজন করে তাদের মাধ্যমে জনগণকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে।

উপরের আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়, 'A' উদ্যোগটির অর্থাৎ বেসরকারি উদ্যোগের উক্ত সচেতনতা কার্যক্রমই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উদ্যোগ নয়।

প্রশ্ন ▶ ৮ 'জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গৃহীত উদ্যোগ'

ছক X	নিরক্ষরতা দূরীকরণ, নারীশিক্ষার প্রসার, নাগরিকদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণ
ছক Y	বাল্যবিবাহ রোধ, সচেতনতা কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ প্রদান, পরিকল্পিত পরিবার গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়ন

[চা. বো '১৬; রাঙামাটি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল]

ক. জনসংখ্যা সম্পর্কে বাংলাদেশের স্লোগান কী? ১

খ. কমিউনিটিভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প বলতে কী বোঝ? ২

গ. উপরে উল্লিখিত 'X' ছকের কার্যক্রম কোন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সম্পাদিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'Y' ছকের উদ্যোগগুলো কার্যকরের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব— বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক জনসংখ্যা সম্পর্কে বাংলাদেশের স্লোগান হচ্ছে, 'ছেলে হোক মেয়ে হোক, দুটি সন্তানই যথেষ্ট'।

খ কমিউনিটিভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প হলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গৃহীত একটি বেসরকারি উদ্যোগ।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরিবার ছোট রাখার জন্য পরামর্শ ও শিক্ষা দেওয়া হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উৎসাহও দেওয়া হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, টিকা, ইনজেকশন ও পুষ্টি শিক্ষা বিষয়েও শিক্ষা প্রদান করা হয়।

গ সৃজনশীল প্রশ্ন ৩ নং 'গ' উত্তর দ্রষ্টব্য।

Teachingbd24.com

ঘ 'Y' ছকের উদ্যোগগুলো বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আর ছকে উল্লিখিত উদ্যোগগুলো কার্যকরের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব বলে আমি মনে করি।

বিবাহকে আমাদের দেশের দরিদ্র ও অসহায় শ্রেণির লোকজন একটি সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করে। এ কর্তব্যবোধের তাড়নায় ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে বাবা-মা তাদের ছেলেমেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে তৎপর হন। কম বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে বিবাহিত জীবন দীর্ঘ হয় এবং সাধারণত তাদের সন্তানসন্ততির সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাল্যবিবাহ রোধ করা জরুরি। এক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থা বিভিন্ন কর্মশালা আয়োজন করে বাল্যবিবাহ রোধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এর পাশাপাশি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা কার্যক্রমও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাগুলো জনগণকে সচেতন করার জন্য নানা উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার করে। যেমন- পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সাময়িকী, পোস্টার, ক্যালেন্ডার, চার্ট, নিউজলেটার, ডকুমেন্টারি ফিল্ম ইত্যাদি।

বাল্যবিবাহ রোধ ও সচেতনতা কার্যক্রমের পাশাপাশি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণ জনগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়াও প্রয়োজন। অজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের অভাবে অশিক্ষিত লোকজন জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে উদাসীন থাকে। এজন্য প্রয়োজন তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া। বেসরকারি সংস্থাগুলো এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখছে।

জনসংখ্যা সম্পর্কে বাংলাদেশের স্লোগান হচ্ছে— 'ছেলে হোক মেয়ে হোক, দুটি সন্তানই যথেষ্ট'। জনগণ যাতে ছোট পরিবার গড়ে তোলে সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বেসরকারি সংস্থাগুলোও এ লক্ষ্য অর্জনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, ওপরের আলোচিত উদ্যোগগুলো যথাযথভাবে কার্যকরের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ৯ রাসেল পড়াশোনা শেষে চাকরির আশায় বিভিন্ন জায়গায় চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। চাকরি প্রার্থীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় শুধু রাসেল নয় তার মতো আরো অনেকেরই বর্তমানে এ করুণ অবস্থা। *[সি. বো. '১৬]*

ক. বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে? ১

খ. কমিউনিটিভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রাসেলের মতো তরুণদের এ ধরনের পরিণতির জন্য কোন কারণটি দায়ী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যাটি সমাধানে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ সমান গুরুত্বপূর্ণ— বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১২৩৭ জন লোক বাস করে।

খ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাগুলো নানারকম কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর মধ্যে অন্যতম হলো কমিউনিটিভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প।

কমিউনিটিভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় গ্রাম ও শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরিবার ছোট রাখার জন্য পরামর্শ ও শিক্ষা দেওয়া হয়। পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে তাদেরকে উৎসাহ দেওয়া হয়। তাছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় গর্ভবতী মহিলাদের প্রসবপূর্ব প্রতিরোধক টিকা দান, প্রসবকালীন এবং প্রসবোত্তর নবজাতকের সেবা, মা ও শিশুদের অপুষ্টি দূরীকরণের জন্য ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণ ও সেবা প্রদান করা হয়।

গ উদ্দীপকে রাসেলের মতো তরুণদের এ ধরনের পরিণতি অর্থাৎ বেকারত্বের জন্য দায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে শিল্পকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ ঘটছে না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, কমনওয়েলথসহ একাধিক সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত এক দশকে এদেশের বেকারত্ব বেড়েছে ১.৬ শতাংশ। দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং ও এমবিবিএস এর মতো সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়েও অনেক তরুণ-তরুণী বেকার জীবনযাপন করছে। এছাড়া স্বল্প শিক্ষিত ও মধ্যম শিক্ষিতের অবস্থাও প্রায় অনুরূপ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রাসেল উচ্চ শিক্ষিত এবং চাকরির জন্য বিভিন্ন জায়গায় চেষ্টা করেছে। অধিক জনসংখ্যার কারণে চেষ্টা করেও সে চাকরি পেতে ব্যর্থ হয়। চাকরি প্রার্থীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় শুধু রাসেল নয় তার মতো আরো অনেকেরই বর্তমানে এ করুণ অবস্থা। তাই বলা যায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধিই রাসেলের মতো তরুণদের এ ধরনের পরিণতি অর্থাৎ বেকারত্বের জন্য দায়ী।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যাটি হলো জনসংখ্যা সমস্যা এবং এ সমস্যা সমাধানে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ সমান গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় করা জরুরি। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পূর্বশর্ত হলো শিক্ষার হার বৃদ্ধি। কারণ, শিক্ষিত জনগোষ্ঠী অধিক জনসংখ্যার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন এবং পরিবার ছোট রাখতে সচেষ্ট থাকে। এক্ষেত্রে সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ, যেমন— নিরক্ষরতা দূরীকরণ, নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কার্যকরের মাধ্যমে শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা যায়। এ ছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমূলক কাজও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। আবার কাজী অফিসে বিয়ে রেজিস্ট্রেশন হলে বাল্যবিবাহ হ্রাস পাবে। সেই সাথে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হলে তারা বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে ব্যস্ত থাকবে, যা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণেও ভূমিকা রাখবে।

এছাড়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গৃহীত বেসরকারি উদ্যোগগুলো কার্যকরের ক্ষেত্রে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা, টিকা প্রদানের পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে জনগণকে উৎসাহিত করা উচিত, যা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া বাল্যবিবাহ রোধ ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণকে প্রশিক্ষিত করার মাধ্যমেও ছোট পরিবার গড়ে তোলা যায়। পাশাপাশি ধর্মীয় নেতারা জনসংখ্যা হ্রাসের ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে তাদের জন্য কর্মশালা আয়োজন করে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হলে তা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, একটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত উদ্যোগগুলোর গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়।

প্রশ্ন ▶ ১০

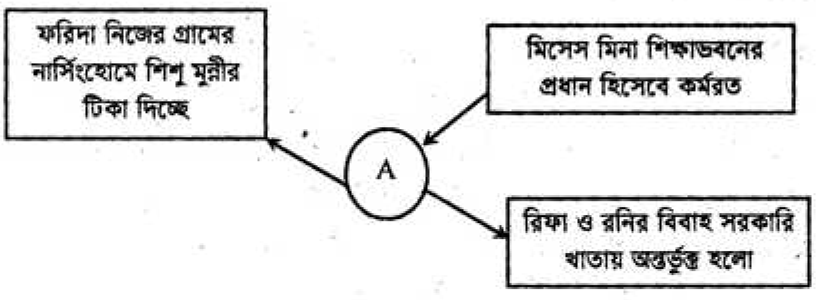

ছক: জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের একটি উদ্যোগ

[চ. বো. '১৬; মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

Teachingbd24.com

ক. বাংলাদেশে 'জাতীয় জনসংখ্যা দিবস' পালন করা হয় কত তারিখে? ১
খ. বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির একটি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'A' চিহ্নিত স্থানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোন উদ্যোগটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে 'A' চিহ্নিত উদ্যোগটিই যথেষ্ট? ব্যাখ্যা করো। ৪

১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিবছর ২রা ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে 'জাতীয় জনসংখ্যা দিবস' পালন করা হয়।

খ বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিশু ও নারীর অপুষ্টির হার কমিয়ে আনা।
বাংলাদেশে শিশু এবং নারীরা সবচেয়ে বেশি অপুষ্টির শিকার হচ্ছে। ফলে দেশে পঙ্গুত্বের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ জনগোষ্ঠী অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করছে। তাই দেশের উল্লেখযোগ্য অংশের জীবনমান নিশ্চিত এবং সুষ্ঠু বিকাশ ত্বরান্বিত করতে সরকার জনসংখ্যা নীতিতে উল্লিখিত উদ্দেশ্যটি সংযোজন করে তা অর্জনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'গ' উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ সৃজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ▶ ১১ হালিমা বেগম হাটহাজারী উপজেলার একজন সফল সমাজকর্মী। তিনি 'সিফা' নামক একটি NGO-তে কর্মরত আছেন। তিনি তার এলাকাবাসীকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে পোস্টার, ডকুমেন্টারি ফিল্মসহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম হাতে নেন। তিনি মনে করেন, কারো একার পক্ষে এত বড় কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয়।
[রা. বো., দি. বো. '১৬]

ক. জনসংখ্যা সম্পর্কে বাংলাদেশের স্লোগান কী? ১
খ. 'জনসংখ্যা নীতি' বলতে কী বোঝায়? ২
গ. হালিমা বেগমের কাজ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোন ধরনের উদ্যোগ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর,উক্ত উদ্যোগটিই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট? মতামত দাও। ৪

১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক জনসংখ্যা সম্পর্কে বাংলাদেশের স্লোগান হচ্ছে— 'ছেলে হোক মেয়ে হোক, দু'টি সন্তানই যথেষ্ট'।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ সৃজনশীল ২ নং এর 'গ' উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ সৃজনশীল ২ নং এর 'ঘ' উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ▶ ১২ শিলা ও মিলা দুই বোন। শিলার স্বামী স্বল্প বেতনে চাকরি করলেও তাদের পরিবারে দুই সন্তান নিয়ে কোনো টানাপোড়ন নেই। কিন্তু মিলার পাঁচ সন্তান। তার স্বামীর রোজগার বেশি হলেও পরিবারে নানা সমস্যা লেগেই থাকে। *[ব. বো. '১৬]*

ক. জনসংখ্যা সম্পর্কিত বাংলাদেশের স্লোগান কী? ১
খ. জনসংখ্যা নীতি বলতে কী বোঝ? ২
গ. মিলার পরিবার যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'শিলার পরিবার সুখী পরিবার'— উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক জনসংখ্যা সম্পর্কিত বাংলাদেশের স্লোগান হচ্ছে 'ছেলে হোক মেয়ে হোক, দু'টি সন্তানই যথেষ্ট'।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ মিলার পরিবার অতিরিক্ত জনসংখ্যাজনিত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।
উদ্দীপকে বর্ণিত মিলার পরিবার একটি বড় পরিবার। এ ধরনের পরিবারে নানামুখী সমস্যা বিদ্যমান। মিলার পাঁচ সন্তান। তার স্বামীর রোজগার বেশি হলেও পরিবারে নানা সমস্যা লেগেই থাকে। এ ধরনের পরিবারে সন্তানদের সঠিক পরিচর্যা করা যায় না। অভিভাবকরাও সন্তানের পড়াশোনা ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তার খোঁজ খবর রাখতে পারেন না। সন্তানেরা কে কী করছে, কার সাথে মিশছে, কীভাবে চলাফেরা করছে তার সঠিক তথ্যও মা-বাবার হাতে থাকে না।
বড় পরিবারগুলোতে একজনের ওপর পরিবারের দায়িত্ব থাকলে পরিবারের সন্তানেরা সুনাগরিক হয়ে গড়ে ওঠে না। ফলে মিলার পরিবারের মতো বড় পরিবারের সন্তানেরা সামাজিকভাবে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া তার স্বামীর রোজগার বেশি থাকলেও পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই পড়াশোনা, জামা-কাপড়, খাওয়া-দাওয়াতে অনেক বেশি খরচ হয়। এজন্য ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের সুযোগ কম থাকে। ফলে তাদেরকে আর্থিক অনিশ্চয়তায় থাকতে হয়। পরিশেষে বলা যায়, মিলার পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য, বাসস্থান সব ক্ষেত্রেই সমস্যা হতে পারে।

ঘ শিলার দুই সন্তান ও স্বামীকে নিয়ে ছোট পরিবার হওয়ায় সব চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়। ফলে তার পরিবারকে সুখী পরিবার বলা যায়।
বাংলাদেশ সরকার পরিবার-পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি স্লোগান দিয়েছে তা হলো 'ছেলে হোক মেয়ে হোক, দুটি সন্তানই যথেষ্ট'। পরিবার ছোট হলে অর্থাৎ দুটি সন্তান হলে, তাদের পরিচর্যা সঠিকভাবে করা যায়। অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের সঠিক যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি পড়াশোনার উন্নতিতে সহায়তা করতে পারে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা কম থাকলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকা সম্ভব। পরিবারে খরচও কম হয়। ফলে স্বল্প বেতনের চাকরি করলেও পরিবার সুন্দর ও পরিপাটি রাখা যায়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, শিলার স্বামী অল্প বেতনের চাকরি করলেও তাদের পরিবারের দুই সন্তান নিয়ে কোনো টানাপোড়ন নেই। তাই বলা যায়, শিলার পরিবার সুখি পরিবার, উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১৩ ময়না বেগম একজন গৃহকর্ত্রী। বিদেশি একটি সংস্থায় কর্মরত শাহীনা বেগমের পরামর্শে দুই সন্তানের জননী। সে আর সন্তান নিতে চায় না। কারণ বেশি মানুষের কারণে সমাজে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। অথচ এই জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে সমস্যার সমাধান সম্ভব। *[য. বো. '১৫]*

ক. আমাদের দেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে কতজন লোক বসবাস করে? ১
খ. কুটির শিল্পের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ময়নার দৃষ্টিভঙ্গি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোন উদ্যোগ দ্বারা প্রভাবিত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. শেষোক্ত উক্তিটিতে উল্লিখিত ব্যক্তিদের কীভাবে সম্পদে পরিণত করা যায়? বিশ্লেষণ করো। ৪

Teachingbd24.com

১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক আমাদের দেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১২৩৭ জন লোক বাস করে।

খ সাধারণত পরিবারের সদস্য দ্বারা পূর্ণ ও খণ্ডকালীন সময়ে পণ্য উৎপাদন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত শিল্পকে কুটির শিল্প বলে। এর ব্যয় পাঁচ লক্ষ টাকার নিচে এবং সর্বোচ্চ জনবল দশের অধিক নয়। হস্তশিল্প, মৃৎ শিল্প, বাঁশ ও বেতের তৈরি জিনিসপত্র কুটির শিল্পের উদাহরণ।

গ ময়নার দৃষ্টিভঙ্গি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বেসরকারি উদ্যোগ দ্বারা প্রভাবিত।

স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এক্ষেত্রে তাদের একটি কার্যক্রম হলো বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত দুই সন্তানের পরিকল্পিত পরিবার গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা।

গৃহকর্ত্রী ময়না বেগম বিদেশি একটি সংস্থায় কর্মরত শাহীনা বেগমের পরামর্শে দুই সন্তানের জননী। সে আর সন্তান নিতে চায় না। এ থেকে বোঝা যায়, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বেসরকারি উদ্যোগ দ্বারা ময়না বেগম প্রভাবিত হয়েছেন।

ঘ উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করা যায়। আমাদের দেশে জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করার জন্য নেওয়া কৌশলগুলো হলো-

১. কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা।
২. দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ।
৩. প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার।
৪. নারী শিক্ষার প্রসার।
৫. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের প্রসার।
৬. কৃষিভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সম্প্রসারণ।
৭. উৎপাদনমুখী খাতের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ।
৮. কর্মসংস্থানের জন্য কৃষির আধুনিকীকরণ।
৯. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার প্রদান।
১০. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিস্তার ইত্যাদি।

প্রশ্ন ▶ ১৪

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ

ক	খ
নিরক্ষরতা দূরীকরণ	মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও টিকা প্রদান
নারী শিক্ষার প্রসার	
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমূলক কাজ	বাল্যবিবাহ রোধ
	প্রশিক্ষণ
রেজিস্ট্রেশন এবং কর্মসংস্থান	ধর্মীয় নেতাদের উদ্বুদ্ধকরণ

[সি. বো. '১৫]

ক. বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে? ১
খ. জনসংখ্যা নীতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উপরের উল্লিখিত 'ক' ছকের কাজগুলো কার উদ্যোগে সম্পাদিত হয় ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'ক' ও 'খ' ছকের উদ্যোগগুলো কার্যকরের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।'- উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১২৩৭ জন লোক বাস করে।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ 'ক' ছকের কাজগুলো সরকারি উদ্যোগে সম্পাদিত হয়।

সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কতগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন- নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ এবং ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান করছে। পরিবার ছোট রাখার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম চালু করেছে। কাজী অফিসে বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের ওপর জোর দিয়েছে এবং হাঁস-মুরগির খামার ও মাছ চাষের মতো আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। উল্লিখিত কাজগুলো 'ক' ছকেও প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, 'ক' ছকের কাজগুলো সরকারি উদ্যোগে সম্পাদিত হয়।

ঘ 'ক' অর্থাৎ সরকারি এবং 'খ' অর্থাৎ বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগগুলো কার্যকর করার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

'ক' ছকে উল্লিখিত উদ্যোগগুলো কার্যকরের মাধ্যমে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সচেতন হয় এবং তারা পরিবার ছোট রাখে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমূলক কাজ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। কাজী অফিসে বিয়ে রেজিস্ট্রেশন হলে বাল্যবিবাহ হ্রাস পাবে এবং নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হলে তাদের ব্যস্ততা বেড়ে যাবে যা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখবে।

'খ' ছকের উদ্যোগগুলো কার্যকরের মাধ্যমে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও টিকা প্রদানের পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে জনগণকে উৎসাহিত করা হবে যা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখবে। বাল্যবিবাহ রোধ ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণকে প্রশিক্ষিত করার মাধ্যমে ছোট পরিবার গড়ে তোলা যায়। ধর্মীয় নেতারা জনসংখ্যা হ্রাসের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন। তাদের জন্য কর্মশালা আয়োজন করে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য 'ক' ও 'খ' ছকের উদ্যোগগুলো সরকারি ও বেসরকারিভাবে পরিচালিত হয়। সুতরাং বলা যায় সরকারি ও বেসরকারিভাবে 'ক' ও 'খ' ছকের উদ্যোগগুলো কার্যকরের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ১৫ হাসনা ও আয়না দুই বান্ধবী। হাসনারা দুই ভাইবোন। তার বাবা স্বল্প বেতনে চাকরি করলেও পরিবারের অভাব অনটন নেই। কিন্তু আয়নার ছয় ভাইবোন। তার বাবার আয় রোজগার বেশি হলেও পরিবারের নানা সমস্যা লেগেই আছে।

[চ. বো. '১৫; বি. এল. সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ]

ক. সরকার কত সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ? ১
খ. জনসংখ্যাকে কীভাবে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা সম্ভব? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আয়নার পরিবার কী কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'হাসনার পরিবার সুখী পরিবার'- তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

Teachingbd24.com

খ উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করে দেশের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা সম্ভব। দেশের অশিক্ষিত ও কর্মহীন জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে তরুণদের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে জনসংখ্যাকে অনায়াসে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব। এর ফলে অধিক জনসংখ্যা তখন আর দেশের বোঝা হিসেবে গণ্য হবে না।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আয়নার বাবার আয় বেশি হলেও পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে তারা নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তাদের পরিবারে জীবনযাত্রার নিম্নমান লক্ষণীয়।

সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে আয়নাদেরকে গাদাগাদি করে থাকতে হয়। বেশি লোকের খাদ্যের জন্য অধিক ব্যয় করতে হয়। এর ফলে সবার জন্য পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। এতে তারা নানা ধরনের শারীরিক অসুস্থতার শিকার হতে পারে। অধিক সদস্যদের জন্য অধিক খাদ্যের ব্যবস্থা করতে গিয়ে অনেক সময় সবার শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় না। এর ফলে আয়নারা শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হতে পারে। অনেক সময় পরিবারের সকল সদস্যদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। যার কারণে আয়নার পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসার অভাবে নানা রোগে ভুগতে পারে। এছাড়াও আয়নারা বিনোদনমূলক কার্যক্রম থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

সুতরাং বলা যায়, অধিক সদস্য সংখ্যার কারণে আয়নার পরিবারে জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

ঘ 'হাসনার পরিবার সুখী পরিবার'— কেননা আমি মনে করি সচেতনতাই হাসনাদের পরিবারকে ভালো রেখেছে।

পরিবারের সদস্য সংখ্যা কম হওয়ার কারণে অল্প বেতনের মধ্যে হাসনার বাবা পরিবারের সকল সদস্যের চাহিদা পূরণ করতে পারেন। সদস্য কম হওয়ার কারণে হাসনার বাবাকে কম খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়। এ কারণে তিনি সবার জন্য পুষ্টিকর, সুষম ও পরিমিত খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারেন। এর ফলে হাসনারা সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারবে। তাদের অসুখ-বিসুখ কম হবে। অসুখ বিসুখ কম হওয়ার কারণে তার বাবাকে চিকিৎসার জন্য বাড়তি অর্থ ব্যয় করতে হয় না। এছাড়া হাসনার বাবা তাদের দুই ভাই-বোনের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারেন। কারণ দুইজনের শিক্ষার ব্যয় বহন করা হাসানার বাবার পক্ষে ততটা কষ্টকর হবে না। পরিবারের সদস্য সংখ্যা কম হওয়ার কারণে হাসনাদেরকে গাদাগাদি করে বসবাস করতে হয় না। এর ফলে তারা সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ বেড়ে উঠতে পারবে।

হাসনাদের পরিবারে অভাব অনটন না থাকার কারণে তারা সুখে-শান্তিতেও বসবাস করতে পারছে। তাই তাদের পরিবারকে সুখী পরিবার বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১৬ ২০১১ সালের ৩১ অক্টোবর পৃথিবী তার ৭০০ কোটি জনসংখ্যাকে স্বাগত জানায়। পাশাপাশি জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞরা বলেন, ২০৫০ সালে এই পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে ৭৩০ কোটি। চীনের সরকারের মতো যদি এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া যায় তবে জনসংখ্যা এত বেশি বাড়বে না। চীন দেশে প্রত্যেক পরিবার একটি সন্তান নেওয়ার ব্যাপারে কঠোরভাবে বলা হয়েছে। চীনের সরকার এই বিষয়টির ওপর খুব কঠোরভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। *[ব. বো. '১৫]*

ক. কোন দিনটিতে জাতীয় জনসংখ্যা দিবস উদযাপন করা হয়? ১
খ. সম্প্রদায় ভিত্তিতে পরিবার পরিকল্পনা বলতে কী বোঝ? ২
গ. বাংলাদেশ সরকার কি চীনের মতো কোনো পরিকল্পনা নিতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকারের নেওয়া পদক্ষেপসমূহ বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সঠিক- বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিবছর ২ রা ফেব্রুয়ারিকে জাতীয় জনসংখ্যা দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

খ সম্প্রদায় ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা বলতে বেসরকারি সংস্থাগুলোর উদ্যোগে গৃহীত কমিউনিটিভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পকে বোঝানো হয়। এই প্রকল্পের আওতায় গ্রাম ও শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরিবার ছোট রাখার জন্য পরামর্শ ও শিক্ষা দেওয়া হয়। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, টিকা, ইনজেকশন ও পুষ্টি শিক্ষা বিষয়েও সেবা প্রদান করা হয়।

গ বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে ভয়াবহ প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে তাতে চীনের মতো প্রতি পরিবারে এক সন্তান নীতি গ্রহণ করা উচিত।

জমির পরিমাণ হিসাব করলে ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। যদিও আগের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে এসেছে তবুও এখনো বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কি.মি.তে বাস করে ১২৩৭ জন। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম এবং মানুষের ক্রমবর্ধমান সচেতনতার ফলে এটি সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির ফলে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার ইদানীং কমে এসেছে। এর ফলেও দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশ সরকারও জনসংখ্যা নীতি গ্রহণ করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করার স্লোগান হচ্ছে 'ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট'। তবে উদ্দীপকে চীন সরকারের গৃহীত এক সন্তান নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কঠোরভাবে এই নীতি বাস্তবায়ন করার কারণে বর্তমানে চীনে জনসংখ্যার হার স্থিতিশীল অবস্থায় আছে।

তাই বলা যায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনার জন্য চীন সরকারের মতো পরিকল্পনা বাংলাদেশ সরকারও গ্রহণ করতে পারে।

ঘ জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকারের নেওয়া পদক্ষেপসমূহ বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সঠিক।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার কমিয়ে আনার জন্য সরকার যে উদ্যোগগুলো গ্রহণ করেছে তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো-নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। এর সাথে নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ করা হচ্ছে। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। নাগরিকদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পরিবার ছোট রাখার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। সেই সাথে কাজী অফিসে বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনার জন্য নারীদের কর্মসংস্থানের ওপর জোর দিয়েছে সরকার। এক্ষেত্রে হাঁস মুরগির খামার ও মাছ চাষের মতো আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি, পোশাক শিক্ষা, হস্ত ও কুটির শিল্পেও নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নারীদের শিক্ষকতাসহ নানা চাকরির ক্ষেত্রে কোটা প্রথা চালু করেছে। এ সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আগের তুলনায় কমে আসছে। অন্যদিকে শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসের ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন বাংলাদেশকে ২০১০ সালের জাতিসংঘ পুরস্কার এনে দিয়েছে।

তাই সামগ্রিকভাবে বলা যায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকারের নেওয়া পদক্ষেপসমূহ বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সঠিক।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৭ রহিমা বেগম ফরিদপুর জেলার কানিপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি এলাকার একটি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে মা ও শিশুস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করেছেন। *[ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ]*

ক. জাতীয় জনসংখ্যা দিবস কবে পালিত হয়? ১

খ. জনসংখ্যা ও উন্নয়ন কীভাবে সম্পর্কযুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রহিমার পরিবারের সদস্যসংখ্যা সীমিত রাখতে ঐ বেসরকারি সংস্থাটি কী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, ঐ উল্লিখিত উদ্যোগ দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট? তোমার মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতি বছর ২রা ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে জাতীয় জনসংখ্যা দিবস পালিত হয়।

খ কোনো দেশের জনসংখ্যা কম না বেশি, দক্ষ বা অদক্ষ তার ওপর দেশটির উন্নয়ন নির্ভরশীল।

একটি দেশের জনসংখ্যার উপর সে দেশের উন্নয়ন অনেকখানি নির্ভর করে। যে দেশের জনসংখ্যা বেশি হয় সে দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় কম হয়। আর জনগণের মাথাপিছু আয় কম হলে দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হয়। তাই জনসংখ্যা ও উন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কিত।

গ রহিমার পরিবারের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বেসরকারি সংস্থার কমিউনিটি ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প উদ্যোগটি নির্দেশ করা হয়েছে।

বেসরকারি সংস্থাগুলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেগুলোর অন্যতম হলো কমিউনিটিভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় গ্রাম ও শহরের জনগোষ্ঠীকে পরিবার ছোট রাখার জন্য পরামর্শ ও শিক্ষা দেওয়া হয়। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে তাদের উৎসাহ দেওয়া হয়। প্রকল্পের আওতায় মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, টিকা, ইনজেকশন ও পুষ্টি বিষয়েও সেবা প্রদান করা হয়।

উদ্দীপকের কানিপুর গ্রামের রহিমা বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছে। আর বেসরকারি সংস্থাগুলো কমিউনিটিভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় এ কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করে। তাই বলা যায়, রহিমার পরিবারের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বেসরকারি সংস্থার কমিউনিটি ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা উদ্যোগটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত উদ্যোগই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট নয়।

উদ্দীপকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে মা ও শিশুস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগ হিসেবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষার হার বাড়ানো, নারী শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর পাশাপাশি নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, পরিবার ছোট রাখার জন্য পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম চালু, বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের ওপর জোর দেওয়াসহ আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণ এবং নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করা হয়।

উদ্দীপকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে যে সকল কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে তা শুধুমাত্র জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বেসরকারি উদ্যোগকে নির্দেশ করে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে শুধুমাত্র বেসরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। বেসরকারি উদ্যোগের সাথে প্রয়োজন উপরিল্লিখিত সরকারি উদ্যোগসমূহ।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত শুধুমাত্র বেসরকারি উদ্যোগসমূহ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন ▶ ১৮ ইশরাক পাবনা ক্যাডেট কলেজের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। তার দেশটি খুবই জনবহুল দেশ। এজন্য এই কলেজে ভর্তি হতে গিয়ে তাকে খুবই প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এর পাশাপাশি ইশরাকের দেশে অনেক বেকার লোক রয়েছে। সম্প্রতি, সরকার এই অতিরিক্ত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নীতি ও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। *[পাবনা ক্যাডেট কলেজ]*

ক. জনসংখ্যা সম্পর্কে বাংলাদেশের স্লোগান কী? ১

খ. জনসংখ্যা ও জনসম্পদের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ইশরাকের দেশে সরকারের নীতিটির প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের গৃহীত উদ্যোগগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক জনসংখ্যা সম্পর্কে বাংলাদেশের স্লোগান হচ্ছে 'ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট'।

খ জনসংখ্যার সাথে জনসম্পদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর তুলনায় আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জনগণের মাথাপিছু জমি ও সম্পদের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। জনসংখ্যা বেশি হওয়ায় কর্মহীন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। তাই জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এতে করে দেশের অশিক্ষিত ও কর্মহীন জনগোষ্ঠী বিশেষ করে তরুণদের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে হবে। ফলে দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ইশরাকের দেশে সরকারের 'জনসংখ্যানীতি' সমাজে ব্যাপক প্রভাব রাখে।

সরকার দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও বেকার সমস্যা সমাধান করার লক্ষ্যে জনসংখ্যানীতি গ্রহণ করে। দেশের মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পরিবার ছোট রাখার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। এছাড়া, নারী শিক্ষা ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত ইশরাকের দেশটি জনবহুল। দেশের বেকার সংখ্যাও বেশি। সম্প্রতি সরকার জনসংখ্যা নীতি প্রয়োগ করে। সরকারের উদ্যোগ জনসচেতনতা সৃষ্টি করছে। ফলে জনগণ অধিক সন্তান জন্মদানে নিরুৎসাহিত হচ্ছে। ফলে, জনসংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেশি নিয়ন্ত্রিত। আবার, সরকারের গৃহীত শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে। দক্ষতার কারণে তারা অধিক অর্থ উপার্জনে সক্ষম। ফলে তারা বিনিয়োগ করার মাধ্যমেও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করছে। ফলে, বেকারদের জন্য কাজের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে এবং বেকারদের সংখ্যা কমছে। যা দেশের অর্থনীতির জন্য মঙ্গলজনক। নারী শিক্ষার উপর জোর দেওয়ায় তারা দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে

https://teachingbd24.com

উঠেছে। আবার, তারা সচেতন হওয়ায় অধিক সন্তান জন্ম দেয়া থেকে নিজেদের বিরত রাখছে। অর্থাৎ সরকারের নীতির ফলে অধিক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকার কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের দায়বদ্ধতা অনেক। এ কারণে সরকার জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্থিতিশীল রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকার এ কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কতগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন- নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ এবং ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান করছে। পরিবার ছোট রাখার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম চালু করেছে। কাজী অফিসে বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের ওপর জোর দিয়েছে এবং হাঁস-মুরগির খামার ও মাছ চাষের মতো আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

উপরের আলোচনার মাধ্যমে বলা যায় যে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে সরকার জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন করে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ একদিন সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষক জনাব 'A' বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্পর্কে নিচের তালিকা আলোচনা করছিলেন :

তালিকা 'A' : প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দান, প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্য বই সরবরাহ, নারীদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ।

তালিকা 'B' : প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, সচেতনতা কার্যক্রম, ধর্মীয় নেতাদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি। *[বরিশাল ক্যাডেট কলেজ]*

ক. জনসংখ্যা নীতি কাকে বলে? ১

খ. জনসংখ্যা ও সম্পদের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২

গ. তালিকা-'B' তে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোন ধরনের উদ্যোগকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'তুমি কি মনে কর, আমাদের দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে তালিকা 'B' এর চেয়ে তালিকা 'A' এর উদ্যোগটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ? মতামত দাও। ৪

১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক জনসংখ্যা সম্পর্কে বাংলাদেশের স্লোগান হচ্ছে, 'ছেলে হোক মেয়ে হোক, দুটি সন্তানই যথেষ্ট'।

খ জনসংখ্যা ও জনসম্পদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

কারণ, জনসংখ্যা যখন সম্পদে পরিণত হয় তখন তাকে জনসম্পদ বলে। সম্পদ যেখানে সীমিত সেখানে একটি দেশের বিশাল জনসংখ্যা তার জন্য বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু, উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এই জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করা সম্ভব। যেমন- চীন ও ভারত ইতোমধ্যে তাদের বিশাল জনসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তর করেছে। তাই বলা যায়, জনসংখ্যা ও জনসম্পদ একই সূত্রে গাঁথা।

গ তালিকা B-তে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বেসরকারি উদ্যোগকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো (NGO) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাদের কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কমিউনিটিভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প, দুই সন্তানের পরিকল্পিত পরিবার গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়ন, বাল্যবিবাহ রোধ উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও ধর্মীয় নেতাদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি। এছাড়াও সচেতনতা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বেসরকারি সংস্থাগুলো পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সাময়িকী, পোস্টার, ক্যালেন্ডার, চার্ট, নিউজলেটার প্রকাশ ও ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শন করে থাকে।

উদ্দীপকের সমাজকর্মী হালিমা বেগম 'সিফা' নামক NGO-তে কর্মরত। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে তিনি নিজ এলাকায় পোস্টার, ডকুমেন্টারি, ফিল্মসহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক, কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সুতরাং তার এসব কর্মকাণ্ড বেসরকারি উদ্যোগ হিসেবে পরিগণিত।

ঘ উদ্দীপকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে তালিকা 'A' দ্বারা সরকারি উদ্যোগকে এবং তালিকা 'B' দ্বারা বেসরকারি উদ্যোগকে নির্দেশ করা হয়েছে। আমি মনে করি আমাদের দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি ও বেসরকারি উভয় উদ্যোগই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় করা জরুরি। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পূর্বশর্ত হলো শিক্ষার হার বৃদ্ধি। কারণ, শিক্ষিত জনগোষ্ঠী অধিক জনসংখ্যার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন এবং পরিবার ছোট রাখতে সচেষ্ট থাকে। এক্ষেত্রে সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ, যেমন— নিরক্ষরতা দূরীকরণ, নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা যায়। এ ছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমূলক কাজও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। আবার কাজী অফিসে বিয়ে রেজিস্ট্রেশন হলে বাল্যবিবাহ হ্রাস পাবে। সেই সাথে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হলে তারা বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে ব্যস্ত থাকবে, যা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণেও ভূমিকা রাখবে।

এছাড়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গৃহীত বেসরকারি উদ্যোগগুলো কার্যকরের ক্ষেত্রে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা, টিকা প্রদানের পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে জনগণকে উৎসাহিত করা উচিত, যা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া বাল্যবিবাহ রোধ ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণকে প্রশিক্ষিত করার মাধ্যমেও ছোট পরিবার গড়ে তোলা যায়। পাশাপাশি ধর্মীয় নেতারা জনসংখ্যা হ্রাসের ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে তাদের জন্য কর্মশালা আয়োজন করে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হলে তা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, একটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত উদ্যোগগুলোর গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়।

প্রশ্ন ▶ ২০ বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। জনসংখ্যা সমস্যা থেকে আরও অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ সমস্যাগুলো হ্রাস করতে একটি সংস্থা নাটক প্রদর্শনীর মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করে থাকে। *[সিলেট ক্যাডেট কলেজ]*

ক. বাংলাদেশের 'জনসংখ্যা দিবস' কত তারিখ? ১

খ. জনসংখ্যানীতি কী? ২

গ. উদ্দীপকে বেসরকারি সংস্থাগুলোর কোন ধরনের কার্যক্রমকে উল্লেখ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. একমাত্র এই উদ্যোগই কি আমাদের দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সহায়ক? মূল্যায়ন করো। ৪

https://teachingbd24.com

২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের জাতীয় জনসংখ্যা দিবস হলো ২রা ফেব্রুয়ারি।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকে বেসরকারি সংখ্যাগুলোর সচেতনতা কার্যক্রমে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বেসরকারি সংস্থাগুলো যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সচেতনতামূলক কার্যক্রম। এক্ষেত্রে সংস্থাগুলো জনগণকে সচেতন করার জন্য নানা উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার করে থাকে। যেমন— তারা পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সাময়িকী, পোস্টার, ক্যালেন্ডার, চার্ট, নিউজলেটার, ডকুমেন্টারি ফিল্ম, পথ নাটক প্রভৃতি প্রদর্শন ও প্রচার করে থাকে। উদ্দীপকেও এই বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে জনসংখ্যা সমস্যা থেকে আরও অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়। আর এ সমস্যাগুলো কমিয়ে আনতে একটি সংস্থা নাটক প্রদর্শনীর মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করে থাকে। উদ্দীপকের এ সংস্থাটির কার্যক্রম উপরে বর্ণিত বেসরকারি সংস্থার সচেতনতা কার্যক্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বেসরকারি সংস্থাগুলোর সচেতনতা কার্যক্রমকে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত উদ্যোগই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট নয়।

উদ্দীপকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বেসরকারি উদ্যোগ হিসেবে টিকাদান ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ ও ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগ হিসেবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষার হার বাড়ানো, নারী শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর পাশাপাশি নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, পরিবার ছোট রাখার জন্য পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম চালু, বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের ওপর জোর দেওয়াসহ আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণ এবং নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করা হয়।

উদ্দীপকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে যেসব কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে তা শুধুমাত্র জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বেসরকারি উদ্যোগকে নির্দেশ করে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে শুধুমাত্র বেসরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। বেসরকারি উদ্যোগের সাথে প্রয়োজন উপরোল্লিখিত সরকারি উদ্যোগসমূহ।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত বেসরকারি উদ্যোগসমূহ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন ▶ ২১

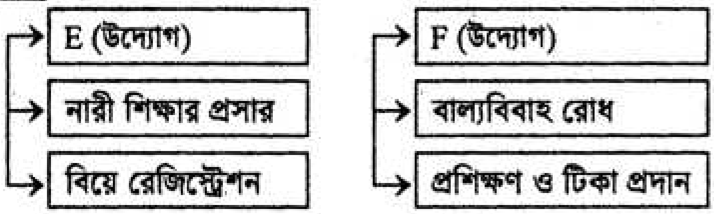

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

ক. জাতীয় জনসংখ্যা দিবস কবে পালিত হয়? ১

খ. জনসংখ্যানীতি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের 'E' অংশে যে উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে তা কীভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. একটি দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে 'E' ও 'F' উভয় উদ্যোগের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ— বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিবছর ২রা ফেব্রুয়ারি জাতীয় জনসংখ্যা দিবস পালিত হয়।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগগুলোকে দেখানো হয়েছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের দায়বদ্ধতা অনেক। এ কারণে সরকার জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্থিতিশীল রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকার এসব কাজ করে যাচ্ছে, যার প্রতিফলন ছকে লক্ষণীয়।

বাংলাদেশ সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কতকগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন- নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। তাছাড়া নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ এবং ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান করছে। পরিবার ছোট রাখার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম চালু করেছে। কাজী অফিসে বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের ওপর জোর দিয়েছে এবং হাঁস-মুরগির খামার ও মাছ চাষের মতো আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। উল্লিখিত কাজগুলো উদ্দীপকের ছকে প্রতিফলিত হয়েছে।

তাই বলা যায়, ছকের কাজগুলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গৃহীত সরকারি উদ্যোগগুলোকে নির্দেশ করে।

ঘ সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টার যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমেই দেশ থেকে অধিক জনসংখ্যাজনিত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

একটি দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য ঐ দেশের জনসংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে জনসংখ্যা যদি দেশের সম্পদ ও চাহিদার তুলনায় বেশি হয়ে যায়, তাহলে তা অর্থনীতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা বেশি হওয়ায় তা দেশের প্রধান জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। আর এ জাতীয় সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারিভাবে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে সরকারিভাবে ইতোমধ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেমন-নিরক্ষরতা দূর করা ও শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া সরকার বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের ওপর জোর দিয়েছে। অন্যদিকে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে সরকারের পরিপূরক হিসেবে বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত উদ্যোগগুলো অনবদ্য অবদান রেখে চলেছে। এ উদ্যোগগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখছে পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় গ্রাম ও শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরিবার ছোট রাখার পরামর্শ ও শিক্ষা দেওয়া হয়। পাশাপাশি মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, টিকা ও পুষ্টি বিষয়েও সেবা দেওয়া হয়। এছাড়া বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ রোধ, সচেতনতা কার্যক্রম যেমন- পোস্টার, ক্যালেন্ডার, চার্ট, নিউজলেটার, ডকুমেন্টারি ফিল্ম ইত্যাদি জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পরিশেষে বলা যায়, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত উদ্যোগগুলোর কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২২

কার্যক্রম-১	কার্যক্রম-২
পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা জোরদার, শিশু ও নারীর অপুষ্টির হার কমিয়ে আনা, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।	কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার, কর্মসংস্থানের জন্য কৃষির আধুনিকীকরণ।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ক. কমিউনিটি ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা কাকে বলে? ১

খ. NGO গুলো কীভাবে বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখছে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কার্যক্রম ১নং দ্বারা কোন বিষয়টি বোঝানো হয়েছে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. কার্যক্রম-২ এ উল্লিখিত কৌশলগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ কি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে? তোমার মতমত যুক্তিসহকারে উল্লেখ করো। ৪

২২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক যে প্রকল্পের আওতায় গ্রাম ও শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরিবার ছোট রাখার পরামর্শ ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহ দেওয়া হয় তাকে কমিনিটি ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা বলে।

খ স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো (NGO) বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বেসরকারি উদ্যোগে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বেসরকারি সংস্থাগুলোর কিছু কার্যক্রম আছে। যেমন— পরিবার পরিকল্পনা, প্রকল্পের আওতায় মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, টিকা, ইনজেকশন ও পুষ্টি বিষয়ে সেবা প্রদান করে। পাশাপাশি সচেতনতা কার্যক্রম হিসেবে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সাময়িকী, পোস্টার, ক্যালেন্ডার, চার্ট, নিউজলেটার, ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শন প্রভৃতি কাজ সম্পাদন করে থাকে।

গ কার্যক্রম-১ নং দ্বারা জনসংখ্যা নীতিকে বোঝানো হয়েছে।

সাধারণভাবে একটি দেশের জনসংখ্যা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য যে দিকনির্দেশনা হয় তাকেই বলা হয় দেশটির জনসংখ্যা নীতি। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই নীতি প্রণয়ন করা হয়। এই নীতির লক্ষ্য হলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে দেশের নাগরিকদের জীবনমান উন্নত এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। আর এ উদ্দেশ্যেই গৃহীত বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির লক্ষ্যগুলো কার্যক্রম-১ এ লক্ষণীয়।

কার্যক্রম-১ এ উল্লিখিত পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা জোরদার, শিশু ও নারীর অপুষ্টির হার কমিয়ে আনা, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা প্রভৃতি বিষয়গুলো বাংলাদেশের জনসংখ্যানীতির মূল লক্ষ্য।

অধিক জনসংখ্যা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। তাই সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে জনসংখ্যা নীতি গ্রহণ করে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির মূল লক্ষ্যগুলো হলো দেশের সব মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা পৌছে দেওয়া। বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য পরিবার পরিকল্পনার সুযোগ ও অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। এছাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে সর্বত্র ও সকলের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দেওয়া। তাই বলা যায়, কার্যক্রম-১ দ্বারা বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ কার্যক্রম-২ এ উল্লিখিত কৌশলগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে বলে আমি মনে করি।

কার্যক্রম-২ এ উল্লিখিত কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার, কর্মসংস্থানের জন্য কৃষির আধুনিকীকরণ প্রভৃতি উদ্যোগ হলো জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের কৌশল। উক্ত কৌশলগুলো সঠিক ও উপযুক্তভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলে বাংলাদেশের অধিক জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব।

অধিক জনসংখ্যা বাংলাদেশের জন্য বোঝাস্বরূপ। তবে উপযুক্ত ও সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা যায়। এক্ষেত্রে দেশে কর্মমুখী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে হবে। দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রমের সম্প্রসারণ করতে হবে। প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও নারীর শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। উৎপাদনমুখী খাতের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। কৃষিভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উদ্যোগ সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। কর্মসংস্থানের জন্য কৃষির আধুনিকীকরণ করতে হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রচুর বৃত্তির ব্যবস্থা করে অধিক সংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা ও উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিশ্বের উন্নত ও প্রযুক্তি নির্ভর দেশগুলোতে পাঠাতে হবে। তাহলে বাংলাদেশ তার অধিক জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ পৃথিবীর জনবহুল দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে দেশের জনগণের মাথা পিছু আয় খুবই কম। তবে সরকারি বেসরকারি সর্বোপরি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এদেশের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব।

[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ]

ক. জনসংখ্যানীতি বলতে কী বুঝ? ১

খ. জনসংখ্যা ও উন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কিত-ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "সরকারি বেসরকারি ও সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এদেশের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব"- উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের জনসংখ্যা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য যে দিক নির্দেশনা অনুসরণ করা হয় তাকে জনসংখ্যা নীতি বলে।

খ কোনো দেশের জনসংখ্যা কম না বেশি, দক্ষ বা অদক্ষ তার ওপর দেশটির উন্নয়ন নির্ভরশীল।

একটি দেশের জনসংখ্যার উপর সে দেশের উন্নয়ন অনেকখানি নির্ভর করে। যে দেশের জনসংখ্যা বেশি হয় সে দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় কম হয়। আর জনগণের মাথাপিছু আয় কম হলে দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হয়। তাই জনসংখ্যা ও উন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কিত।

গ বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

অধিক জনসংখ্যা বাংলাদেশের একটি অন্যতম সমস্যা। তাই সরকারের উদ্যোগে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গৃহীত

Teachingbd24.com

হয়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। এর পাশাপাশি সরকার নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্য বই সরবরাহ এবং ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদানের মতো প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকার জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন করে। এ নীতির অংশ হিসেবেই নাগরিকদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পরিবার ছোট রাখার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম চালু হয়েছে। সেই সাথে কাজি অফিসে বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের উপর জোর দেয়া হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনার জন্য সরকার নারীদের কর্মসংস্থানের ওপরও জোর দিয়েছে। সরকারের উদ্যোগে হাঁস-মুরগির খামার ও মাছ চাষের মতো আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোট কথা সরকারের নানামুখী উদ্যোগ দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ঘ সরকারি বেসরকারি ও সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এদেশের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব -উক্তিটি যথার্থ।

সম্পদ যেখানে সীমিত সেখানে একটি দেশের বিশাল জনসংখ্যা তার জন্য বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তবে এ বিশাল জনসংখ্যাকেও জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব। এজন্য সরকারি- বেসরকারি ও দেশের সকল জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। সম্মিলিত উদ্যোগই বিশাল জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে পারে।

জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এর পাশাপাশি দক্ষতাবৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রমের সম্প্রসারণ করতে হবে। নারীশিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের প্রসার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে অগ্রাধিকার প্রদান প্রভৃতি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রচুর বৃত্তির ব্যবস্থা করে অধিক সংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা ও উচ্চ প্রশিক্ষণের জন্য বিশ্বের উন্নত ও প্রযুক্তি নির্ভর দেশগুলোতে প্রেরণ করতে হবে। তাছাড়া সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় ঘটিয়ে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিস্তার ঘটাতে হবে। সরকারি ও বেসরকারিভাবে গৃহীত এসব উদ্যোগকে সাধারণ মানুষ সহযোগিতা করলে বিপুল জনগোষ্ঠী জনসম্পদে পরিণত হবে। কেননা উপর্যুক্ত পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে অনেক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। জনগণের কর্মসংস্থান হলে তারা দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারবে এবং সেই সাথে তারা দেশের জনসম্পদে পরিণত হবে।

উপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, সরকারি বেসরকারি ও সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ২৪ বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপ:

ছক-A	নিরক্ষরতা দূরীকরণ, নারী শিক্ষার প্রসার
B	কমিউনিটি ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প, বাল্যবিবাহ রোধ, ধর্মীয় নেতাদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি

[মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

ক. ২০১০ সালে বাংলাদেশ কোন ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য জাতিসংঘ পুরস্কার লাভ করেছে? ১

খ. জনসংখ্যানীতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ছক-A কোন ধরনের উদ্যোগ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. B ছকের উদ্যোগগুলো কার্যকরের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশে সম্ভব— তোমার মতামত দাও। ৪

২৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক শিশুমৃত্যু হ্রাসের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করায় বাংলাদেশ ২০১০ সালে জাতিসংঘ পুরস্কার লাভ করেছে।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ সৃজনশীল ৮ এর 'গ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ সৃজনশীল ৮ এর 'ঘ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ▶ ২৫ অপু তার বাবার কাছে জানতে চায় বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে সমস্যা মনে করা হয় কেন? উত্তরে বাবা বলেন, এ বিশাল জনসংখ্যা আর সমস্যা থাকবে না যদি তা সম্পদে পরিণত করা যায়। তিনি আরও বলেন, দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাও তার জনসংখ্যানীতির কার্যকর প্রয়োগের উপর নির্ভর করে দেশটির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

[সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট]

ক. জাতীয় জনসংখ্যা দিবস কোনটি? ১

খ. জনসংখ্যানীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. অপুর বাবার মতানুযায়ী দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জনসংখ্যানীতি কীভাবে ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনসংখ্যাকে কি জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিবছর ২রা ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে 'জাতীয় জনসংখ্যা দিবস' পালন করা হয়।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জনসংখ্যানীতি কার্যকর ভূকিা পালন করে।

বাংলাদেশ একটি জনসংখ্যাবহুল দেশ। মোট সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার পরিমাণ বেশি হওয়ায় তা সমাজ ও অর্থনীতি উভয়ের জন্য খারাপ হয়। কর্মহীন জনগোষ্ঠী আমাদের সমাজকে পিছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে সরকারি ও বেসরকারি কিছু উদ্যোগে জনসংখ্যাকে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করার ফলে সামাজিক উন্নয়ন ঘটছে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জনসংখ্যানীতি গ্রহণ করার ফলে নাগরিকদের জীবনমানের উন্নতি এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হয়। প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবার মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হয়। ফলে কর্মবল বারে।

পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার ফলে ভারসাম্য রাখা সম্ভব। এ ছাড়া সবার জন্য সুশিক্ষার ব্যবস্থা, কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা, আয়ের উৎস তৈরি করে দেয়া, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার মাধ্যমে সমাজ ও অর্থনীতিতে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করে দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব।

ঘ হ্যাঁ, জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব।

দেশের অশিক্ষিত ও কর্মহীন জনগোষ্ঠী বিশেষ করে তরুণদের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব। আবার, তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে একটি দেশের জনসংখ্যাকে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে দক্ষ করে তোলার মাধ্যমেও জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব। এর ফলে অধিক জনসংখ্যা দেশের জন্য বোঝা হিসেবে থাকে না।

https://teachingbd24.com

মোট জমির তুলনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা অনেক বেশি। পরিবার পরিকল্পনা ও সচেতনতা সৃষ্টির ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বর্তমানে আগের তুলনায় কমেছে। তরুণদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে দেশের একটা বড় জনগোষ্ঠী মানবসম্পদে পরিণত হচ্ছে। যা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করছে।
উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করে দেশের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ২৬ মালয়েশিয়া রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি হয়, বেশ কিছু দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি করবে। তাই সরকার দক্ষ জনশক্তির জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। *[ময়মনসিংহ জিলা স্কুল]*

ক. ২০১৬ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় কত? ১
খ. জনসংখ্যানীতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. দক্ষ জনশক্তির জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলো কী ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দক্ষ জনশক্তি দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে— বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ২০১৬ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১৪৬৬ মার্কিন ডলার।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত দক্ষ জনশক্তি তৈরি করার জন্য সরকার বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ এই জনসংখ্যাকে দক্ষ করার মাধ্যমে তাদেরকে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব। এ বিপুল জনশক্তি যদি দক্ষ হয় তাহলে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে। সরকার এদেশের যুবশক্তিকে সম্পদে রূপান্তরিত করার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এগুলো হলো— কর্মমুখী শিক্ষা প্রসার এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা, দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার, নারী শিক্ষায় প্রসার, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের প্রসার, কর্মসংস্থানের জন্য কৃষির আধুনিকায়ন ইত্যাদি।
জনশক্তি দক্ষ করার জন্য তাদের সুস্বাস্থ্য ও সুস্থ রাখা অনেক জরুরি। আবার দক্ষতাবৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে তাদের দক্ষ করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। কর্মসংস্থানের জন্য কৃষিরও আধুনিকায়ন করা হচ্ছে যাতে জনগণ কৃষি কাজে উৎসাহ পায়। নারী শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে নারীদের এগিয়ে আসতে সাহায্য করছে। উপরের পদক্ষেপগুলো গ্রহণের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে সরকার দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে পারে।

ঘ দক্ষ জনশক্তি দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
জনসম্পদ হচ্ছে কোনো দেশের শ্রমশক্তি। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তিনটি উপাদানের অন্যতম হচ্ছে জনসম্পদ। এ দেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। মূলধন ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার দক্ষ জনসম্পদের ওপর নির্ভর করে। তাই দক্ষ জনসম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান ও অপরিহার্য শর্ত। মানবসম্পদ উন্নয়নের মূল উপাদান হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়নের মাধ্যমে জনসম্পদকে দক্ষ করে তোলা যায়। তাই শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে জনসম্পদকে আরও সমৃদ্ধ করার প্রতি সরকারকে দৃষ্টি দিতে হবে। কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য কারিগরি শিক্ষার প্রসার প্রয়োজন। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার মাধ্যমে তাদের কর্মক্ষমতা ও গুণগত মান বৃদ্ধি করা সম্ভব। আর তা করতে পারলে এই জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত হবে।
বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। দেশকে উন্নয়নে তথা সামগ্রিকভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মানুষের বিকল্প নেই। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন ধীরে ধীরে কৃষি থেকে বেরিয়ে বহুমুখী খাতে অর্থনীতি সফলতা ছড়িয়ে পড়েছে। একটি দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে প্রয়োজন সেক্টরভিত্তিক দক্ষ ও প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পদ। জনবহুল এই দেশের মানুষকে দক্ষ কর্মীতে পরিণত করার উদ্যোগ নিলে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা দেশ ও জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগোনো সহজ হবে।
উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, দক্ষ জনশক্তি দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ টুটুল পড়াশোনা শেষে চাকরির আশায় বিভিন্ন জায়গায় চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। চাকরি প্রার্থীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় শুধু টুটুল নয় তার মতো আরো অনেকেরই বর্তমানে এ করুণ অবস্থা। *[পাবনা জেলা স্কুল, পাবনা]*

ক. বাংলাদেশ জাতীয় জনসংখ্যা দিবস পালন করা হয় কত তারিখে? ১
খ. বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির একটি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২
গ. টুটুলের মতো তরুণদের এ ধরনের পরিণতির জন্য কোন কারণটি দায়ী? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যাটি সমাধানে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ সমান গুরুত্বপূর্ণ -বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিবছর ২রা ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে 'জাতীয় জনসংখ্যা দিবস' পালন করা হয়।

খ বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিশু ও নারীর অপুষ্টির হার কমিয়ে আনা।
বাংলাদেশে শিশু এবং নারীরা সবচেয়ে বেশি অপুষ্টির শিকার হচ্ছে। ফলে দেশে পঙ্গুত্বের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ জনগোষ্ঠী অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করছে। তাই দেশের উল্লেখযোগ্য অংশের জীবনমান নিশ্চিত এবং সুষ্ঠু বিকাশ ত্বরান্বিত করতে সরকার জনসংখ্যা নীতিতে উল্লিখিত উদ্দেশ্যটি সংযোজন করে তা অর্জনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

গ উদ্দীপকে টুটুলের মতো তরুণদের এ ধরনের পরিণতি অর্থাৎ বেকারত্বের জন্য দায়ী অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি।
বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে শিল্পকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ ঘটছে না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, কমনওয়েলথসহ একাধিক সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত এক দশকে এদেশের বেকারত্ব বেড়েছে ১.৬ শতাংশ। দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং ও এমবিবিএস এর মতো সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়েও অনেক তরুণ-তরুণী বেকার জীবনযাপন করছে। এছাড়া স্বল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শিক্ষিতের অবস্থাও প্রায় অনুরূপ।
উদ্দীপকে দেখা যায়, টুটুল উচ্চ শিক্ষিত এবং চাকরির জন্য বিভিন্ন জায়গায় চেষ্টা করেছে। বেকারের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে চেষ্টা করেও সে চাকরি পেতে ব্যর্থ হয়। চাকরি প্রার্থীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় শুধু টুটুল নয় তার মতো আরো অনেকেরই বর্তমানে এ করুণ অবস্থা। তাই বলা যায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধিই টুটুলের মতো তরুণদের এ ধরনের পরিণতি অর্থাৎ বেকারত্বের জন্য দায়ী।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যাটি অর্থাৎ জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ সমান গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় করা জরুরি। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পূর্বশর্ত হলো শিক্ষার হার বৃদ্ধি। কারণ, শিক্ষিত জনগোষ্ঠী অধিক জনসংখ্যার নেতিবাচক দিক সম্পর্কে সচেতন এবং পরিবার ছোট রাখতে সচেষ্ট থাকে। এক্ষেত্রে সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ, যেমন— নিরক্ষরতা দূরীকরণ, নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কার্যকরের মাধ্যমে শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা যায়। এ ছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমূলক কাজও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হলে তারা কর্মক্ষেত্রে কাজে ব্যস্ত থাকবে, যা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণেও ভূমিকা রাখবে।

এ ছাড়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গৃহীত বেসরকারি উদ্যোগগুলো কার্যকরের ক্ষেত্রে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা, টিকা প্রদানের পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে জনগণকে উৎসাহিত করা উচিত, যা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে পারে। বাল্যবিবাহ রোধ ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার মাধ্যমেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পাশাপাশি ধর্মীয় প্রতিনিধিরা জনসংখ্যা হ্রাসের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে তাদের জন্য কর্মশালা আয়োজন করে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হলে তা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, একটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত উদ্যোগগুলো সমান গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ২৮ দরিদ্র পরিবারের মেধাবী ছাত্রী জাকেরা প্রযুক্তিনির্ভর বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে যায়। প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরে সে একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। *[সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ]*

ক. বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় কত? ১

খ. শিশু ও নারীর অপুষ্টির হার কমিয়ে আনা প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কীভাবে ভূমিকা রাখছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা জাকেরাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করেছে? তুমি কি একমত? মতামত দাও। ৪

২৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১৪৬৬ মার্কিন ডলার।

খ বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিশু ও নারীর অপুষ্টির হার কমিয়ে আনা।

বাংলাদেশে শিশু এবং নারীরা সবচেয়ে বেশি অপুষ্টির শিকার হচ্ছে। ফলে দেশে পঙ্গুত্বের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ জনগোষ্ঠী অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করছে। তাই দেশের উল্লেখযোগ্য অংশের জীবনমান নিশ্চিত এবং সুষ্ঠু বিকাশ ত্বরান্বিত করতে সরকার জনসংখ্যা নীতিতে উল্লিখিত উদ্দেশ্যটি সংযোজন করে তা অর্জনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

গ উদ্দীপকের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাটি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণবিষয়ক প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখছে।

স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এসব সংস্থার আওতায় গ্রাম ও শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহ দেওয়া হয়। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, টিকা, ইনজেকশন ও পুষ্টি শিক্ষা বিষয়েও সেবা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের দুটি সন্তানের পরিবার গড়ার জাতীয় লক্ষ্যে বেসরকারি সংস্থাগুলো কাজ করছে। বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং সতর্কীকরণে এই সংস্থাগুলো কাজ করছে। বেসরকারি সংস্থাগুলো জনগণকে সচেতন করার জন্য নানাভাবে প্রচারণা চালিয়ে থাকে। যেমন— পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সাময়িকী, পোস্টার, ক্যালেন্ডার, চার্ট, নিউজলেটার, ডকুমেন্টারি ফিল্ম ইত্যাদি। এছাড়া স্থানীয় ধর্মীয় প্রতিনিধিদের জন্য কর্মশালার আয়োজন করে তাদের মাধ্যমে এ ব্যাপারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে।

তাই বলা যায়, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকর ও যুগোপযোগী।

ঘ হ্যাঁ, আমি একমত যে প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা জাকেরাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করেছে।

জনসংখ্যা ও জনসম্পদ পরস্পর সম্পর্কিত। দক্ষ এবং আত্মনির্ভরশীল জনসংখ্যা হলো জনসম্পদ। বর্তমানে দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে কীভাবে জনসম্পদে পরিণত করা যায় সে জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার কিছু কৌশল হলো— কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটানো, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা এবং প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটানো।

উদ্দীপকের জাকেরাকে জনসম্পদে পরিণত করার পেছনে প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বর্তমান বিশ্ব অধিক পরিমাণে প্রযুক্তি নির্ভর হওয়ার কারণে প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই খাতে যথার্থ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলে সহজেই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। আমাদের মত অধিক জনসংখ্যার দেশেও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার প্রসার ঘটানো হলে যুবসমাজকে দক্ষ করে তোলা যাবে। ফলে বেকার যুব সমাজ কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে এবং জনসম্পদে পরিণত হবে।

অতএব, উপরের আলোচনা হতে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাই জাকেরাকে জনসম্পদে পরিণত করেছে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ টেলিফোন বিলের ওপর 'ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট'-স্লোগানটি কেন লেখা হয়েছে? আদনানের এ প্রশ্নের উত্তরে বাবা তাকে বলেন, 'বাংলাদেশ অধিক জনবহুল দেশ। জনগণকে জনসংখ্যা সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন করার এক বিরাট দায়িত্ব সরকারের।' *[আশুগঞ্জ সার কারখানা কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]*

ক. বাংলাদেশ সরকার কত সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ? ১

খ. জনসংখ্যা নীতি কাকে বলে? ২

গ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম হিসেবে সরকার কী ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে? তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব? মতামত দাও। ৪

২৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

https://teachingbd24.com

গ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম হিসেবে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের দায়বদ্ধতা অনেক। এজন্য বাংলাদেশ সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কতগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন: নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ এবং ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান করছে। পরিবার ছোট রাখার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম চালু করেছে। হাঁস-মুরগির খামার ও মাছ চাষের মতো আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, টেলিফোন বিলের ওপর "ছেলে হোক-মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট' স্লোগান লেখা রয়েছে যা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগকে নির্দেশ করা হয়েছে। এ স্লোগানের মাধ্যমে পরিবার ছোট রাখা এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি করেছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উক্ত কার্যক্রম অর্থাৎ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব।

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হলো অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। এ সমস্যা সমাধানে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন: নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও নারী শিক্ষার প্রসারে ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ ও উপবৃত্তি দিচ্ছে। আবার হাঁস-মুরগির খামার ও মাছ চাষের মতো আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণের উপর সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। সরকারের এসব উদ্যোগের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা যাবে। কেননা জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার যেসব কৌশল রয়েছে। শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা, নারী শিক্ষার প্রসার ও উৎপাদনমুখী বা আয়বৃদ্ধিমূলক খাতে জনগণকে সম্পৃক্ত করা অন্যতম। সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যার ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত হবে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, টেলিফোনের বিলের ওপরে "ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট" স্লোগানটি লেখা রয়েছে যা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সরকারি উদ্যোগকে নির্দেশ করছে। আর উপরোল্লিখিতভাবে এই উদ্যোগ জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করবে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উক্ত কার্যক্রম অর্থাৎ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ৩০

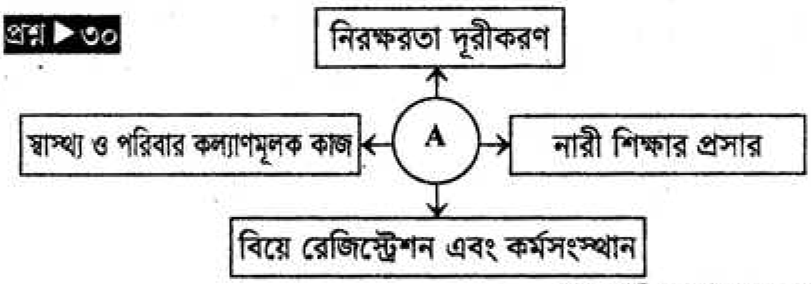

[রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল]

ক. জাতীয় জনসংখ্যা দিবস পালিত হয় কত তারিখে? ১

খ. জনসংখ্যা নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. "A" চিহ্নিত স্থানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কোন উদ্যোগটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উক্ত উদ্যোগটি যথেষ্ট? বুঝিয়ে লিখ। ৪

৩০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিবছর ২রা ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংখ্যা দিবস পালিত হয়।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ সৃজনশীল ৩ এর 'গ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ সৃজনশীল ৩ এর 'ঘ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ▶ ৩১ একই গ্রামের আরিফ আর রমলা কাজি অফিসে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে বিয়ে করে। এরপর তারা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম হতে সেবা পরামর্শ গ্রহণ করে। রমলা কিছু হাঁস-মুরগি নিয়ে খামার কার্যক্রম ও পরিচালনা করে যা তার আয়বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

[নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

ক. প্রতি বছর বাংলাদেশে 'জাতীয় জনসংখ্যা দিবস' কখন পালন করে? ১

খ. জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের কৌশলগুলো ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আরিফ আর রমলা কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কোন ধরনের উদ্যোগ বলে বিবেচিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উক্ত উদ্যোগ ছাড়া কোন উদ্যোগ আছে কি? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিবছর ২রা ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে জাতীয় জনসংখ্যা দিবস' পালন করা হয়।

খ উপযুক্ত পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিনত করা যায়।

জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের কৌশলগুলো হলো: প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, এবং আত্মকর্মসংস্থার ব্যবস্থা করা। কৃষিভিত্তিক এবং উৎপাদনমুখী খাতের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে গুরুত্ব প্রদান সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বৃত্তি প্রদান করে শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য উন্নতদেশগুলোতে প্রেরণ করা প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকের আরিফ আর রমলা কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সরকারি উদ্যোগ বলে বিবেচিত।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার কমিয়ে আনার জন্য সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকার কাজি অফিসে বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের জন্য জোর প্রদান করেছে। পরিবার ছোট রাখার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম চালু করেছে। হাঁস-মুরগির খামার ও মাছ চাষের মতো আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণের উপর সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছে। এগুলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

উদ্দীপকের আরিফ ও রমলা কাজি অফিসে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে বিয়ে করেছে। এরপর তারা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম হতে পরিবার ছোট রাখার জন্য সেবা লাভ করেছে। পাশাপাশি রমলা হাঁস-মুরগি নিয়ে খামার করে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছে। উক্ত বিষয়গুলো আরিফ-রমলা দম্পতিকে পরিবার ছোট রাখার ব্যাপারে সহায়তা করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখছে, যা মূলত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

Teachingbd24.com

ঘ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগছাড়াও বেসরকারি উদ্যোগ রয়েছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার কমিয়ে আনতে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ রয়েছে। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো (NGO) বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মুক্তিযুদ্ধের পরে বাংলাদেশের মানুষকে পুনর্বাসনে সহায়তা করার মাধ্যমে তারা কাজ শুরু করে। বর্তমানে এই সংস্থাগুলোর কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হচ্ছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের প্রসার ঘটানো।

বেসরকারি সংস্থাগুলো কমিউনিটিভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় গ্রাম ও শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরিবার ছোট রাখার জন্য পরামর্শ ও শিক্ষা দেওয়া হয়। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে তাদের উৎসাহ দেওয়া হয়। প্রকল্পের আওতায় মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, টিকা, ইনজেকশন ও পুষ্টি বিষয়ে সেবা ও শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত দুটি সন্তানের পরিবার গঠনের জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে বেসরকারি সংস্থাগুলো কাজ করে যাচ্ছে। বাল্যবিবাহ রোধসহ বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় বেসরকারি সংস্থাগুলো বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পরিশেষে বলা যায়, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে শুধু সরকারি উদ্যোগই কাজ করছে না। বরং সরকারের পাশাপাশি বেসরকারিভাবেও বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩২ টেলিফোনের বিলের ওপর 'ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট'-লেখাটি কেন লেখা হয়েছে? আদনানের এ প্রশ্নের উত্তরে বাবা তাকে বলেন, বাংলাদেশে অধিক জনবহুল দেশ। জনগণকে জনসংখ্যা সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন করা এক বিরাট দায়িত্ব সরকারের।"

[গভ: মডেল গার্লস হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]

ক. বাংলাদেশ সরকার কত সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ? ১

খ. জনসংখ্যা নীতি কাকে বলে? ২

গ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম হিসেবে সরকার কী ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে? তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব? মতামত দাও। ৪

৩২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম হিসেবে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের দায়বদ্ধতা অনেক। এজন্য বাংলাদেশ সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কতগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন-নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ এবং ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান করছে। পরিবার ছোট রাখার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম চালু করেছে। কাজী অফিসে বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের ওপর জোর দিয়েছে এবং হাঁস-মুরগির খামার ও মাছ চাষের মতো আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, টেলিফোন বিলের ওপর "ছেলে হোক-মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট' স্লোগান লেখা রয়েছে যা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগকে নির্দেশ করা হয়েছে। আর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকার ওপরে বর্ণিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উক্ত কার্যক্রম অর্থাৎ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব।

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হলো জনসংখ্যাস্ফীতি। এ সমস্যা সমাধানে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও নারী শিক্ষার প্রসারে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ ও মেয়েদের উপবৃত্তি দিচ্ছে। আবার হাঁস-মুরগির খামার ও মাছ চাষের মতো আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণের উপর সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। সরকারের এসব উদ্যোগের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা যাবে। কেননা জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার যেসব কৌশল রয়েছে সেগুলোর মধ্যে, শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা, নারী শিক্ষার প্রসার ও উৎপাদনমুখী বা আয়বৃদ্ধিমূলক খাতে জনগণকে সম্পৃক্ত করা অন্যতম। সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যও অন্যান্য পদক্ষেপের সাথে এই পদক্ষেপগুলোই গ্রহণ করেছে। যার ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত হবে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, টেলিফোনের বিলের ওপরে "ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট" স্লোগানটি লেখা রয়েছে যা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সরকারি উদ্যোগকে নির্দেশ করছে। আর উপরোল্লিখিতভাবে এই উদ্যোগ জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করবে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উক্ত কার্যক্রম অর্থাৎ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ রহমান সাহেব সাত ছেলেমেয়ের জনক। তিনি একজন দিনমজুর, বড় ছেলেটা কলেজে বি.এ. পড়ছে। মেজো মেয়ে এইচ.এস.সি পাস করেছে। ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার খরচ চালাতে তিনি হিমশিম খাচ্ছেন। বাকী ছেলেমেয়েদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন। তার স্ত্রী কিছুদিন আগে মা ও শিশুর পুষ্টি, পরিবার ছোট রাখার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। প্রশিক্ষণে তিনি জেনেছেন- জনসংখ্যা সব সময় অভিশাপ নয়, আশীর্বাদও হতে পারে। প্রয়োজন কৌশল পরিবর্তন।

[গভ: মডেল গার্লস হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]

ক. বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে? ১

খ. নারী শিক্ষা প্রসারে সরকারের গৃহীত কর্মসূচি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে রহমান সাহেবের দুশ্চিন্তার মূল কারণ কী? এ সমস্যা সমাধানে বেসরকারি সংস্থাগুলো কী ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রহমান সাহেবের স্ত্রী প্রশিক্ষণ গ্রহণের সময় জনসংখ্যা সম্পর্কিত যে উক্তিটি জেনেছেন তার যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৩৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১২৩৭ জন লোক বাস করে। (২০১৬)

https://teachingbd24.com

খ নারী শিক্ষার প্রসারে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে নারীদেরকে এগিয়ে নেওয়ার কাজ করছেন।

নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ করছে। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তির ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া বৃত্তিমূলক বিভিন্ন শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে নারীদেরকে উচ্চ শিক্ষায় উৎসাহিত করছে।

গ উদ্দীপকে রহমান সাহেবের দুশ্চিন্তার মূল কারণ হলো অনেকগুলো ছেলেমেয়ের পড়ালেখার খরচ না চালাতে পারা।

অধিক সন্তান কোনভাবেই কাম্য নয়। এতে সন্তানদের লালন-পালন ও পড়ালেখার খরচ চালানো খুব কঠিন হয়ে পড়ে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি নানা রকম বেসরকারি উদ্যোগও রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পরে বাংলাদেশের মানুষকে পুনর্বাসনে সহায়তার মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থাগুলো কাজ শুরু করে।

স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (NGO) বাংলাদেশে কাজ করে। তারা অন্যান্য কাজের পাশাপাশি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিচালনা করে। তারা কমিউনিটি ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প পরিচালনা করছে। এর আওতায় পরিবার ছোট রাখার পরামর্শ, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, টিকা, ইনজেকশন ও পুষ্টি শিক্ষা বিষয়ে সেবা দিয়ে থাকে। বাল্যবিবাহ রোধে উদ্বুদ্ধকরণ, সচেতনতা বৃদ্ধি ও ধর্মীয় নেতাদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচিও তারা সম্পন্ন করছে। উদ্দীপকের রহমান সাহেবের অধিক সন্তান তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। তবে এ সমস্যা সমাধানে তার স্ত্রীর বেসরকারি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, সন্তানদেরকে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানে উদ্বুদ্ধ করে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব। এতে তাদের পারিবারিক স্বচ্ছলতা ও দেশের উন্নয়ন সাধন হতে পারে।

ঘ উদ্দীপকের রহমান সাহেবের স্ত্রীর প্রশিক্ষণ থেকে জানা উক্তিটি যথার্থ।

অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে অভিশাপ না ভেবে কিছু কর্মসূচি ও কৌশলের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তর করা যেতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন জনবহুল দেশ এটি প্রমাণিত করেছে। সরকার আমাদের দেশেও যুবশক্তিকে সম্পদে রূপান্তরিত করার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিশ্বের অনেক জনবহুল দেশ ইতোমধ্যে তাদের জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করে সাফল্য দেখিয়েছে। চীন, ভারত, শ্রলিংকা কিছু কৌশল অবলম্বন করে তাদের দেশগুলোতে জনসম্পদ তৈরি করেছে। বাংলাদেশও কিছু কৌশল অবলম্বন করেছে।

কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার, নারীশিক্ষার সুযোগ, উৎপাদনমুখী খাতে গুরুত্ব প্রদান প্রভৃতি কৌশল জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করবে। এছাড়াও কৃষির আধুনিকীকরণ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার, তথ্য ও প্রযুক্তি খাতকে গতিশীল করে তোলার মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদ তৈরি হতে পারে।

উদ্দীপকের রহমান সাহেবের স্ত্রীর প্রশিক্ষণ থেকে জানা যায়, 'জনসংখ্যা অভিশাপ নয় বরং আশীর্বাদ'। উক্তিটি উপরের আলোচিত কৌশল থেকে যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সুতরাং, জনসংখ্যাকে বোঝা মনে না করে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে যুগোপযোগী কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ

ক	খ
নিরক্ষরতা দূরীকরণ	কমিউনিটি ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প
স্বাস্থ্য ও পরিবার	বাল্যবিবাহ রোধ
নারী শিক্ষার প্রসার	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
কল্যাণমূলক কাজ	সচেতনতা কার্যক্রম
কর্মসংস্থান	ধর্মীয় নেতাদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি

[রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর]

ক. ২রা ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে কী পালন করা হয়? ১

খ. বাংলাদেশ সরকারের জনসংখ্যা নীতিতে ইউনিয়ন পর্যায়ে কী কী সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে? ২

গ. 'খ' ছকে উল্লেখিত কাজগুলো কার উদ্যোগে সম্পাদিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ক ও খ ছকে উল্লিখিত কার্যক্রমগুলোর যথাযথ সমন্বয় প্রয়োজন"- তোমার মতামত দাও। ৪

৩৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ২রা ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে 'জাতীয় জনসংখ্যা দিবস' পালন করা হয়।

খ বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের জনসংখ্যা নীতিতে ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সার্বক্ষণিক ডাক্তার, নার্স ও প্রয়োজনীয় ঔষুধের সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রামে প্রসূতিদের নিরাপদ সন্তান জন্মদানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

গ 'খ' ছকে উল্লিখিত কাজগুলো বেসরকারি উদ্যোগে সম্পাদিত হয়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়েও নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কাজ করে যাচ্ছে। তারা কমিউনিটিভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প গ্রহণ করে পরিবার ছোট রাখার পরামর্শ দিচ্ছে। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছে। বাল্যবিবাহ রোধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছে। বেসরকারি সংস্থার বিশেষজ্ঞরা মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবা ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে প্রশিক্ষিত করছে। জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবিলায় তারা সাময়িকী পোস্টার, ক্যালেন্ডার, চার্ট, নিউজ লেটার, ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রভৃতি উপকরণ ব্যবহার করে জনগণকে সচেতন করে তোলেছে। বেসরকারি সংস্থাগুলো স্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের জন্য কর্মশালা আয়োজন করে তাঁদের এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করছে। বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার উদ্দীপকে ছক 'খ' এর উদ্যোগগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায় 'খ' ছকে উল্লিখিত উদ্যোগগুলো বেসরকারি উদ্যোগে সম্পাদিত হয়।

ঘ উদ্দীপকের 'ক' ও 'খ' ছকের কার্যক্রমগুলো বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে যথাক্রমে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগকে নির্দেশ করে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগ ও বেসরকারি উদ্যোগগুলোর যথাযথ সমন্বয় করা প্রয়োজন। 'ক' ছক বা সরকারি উদ্যোগগুলোর মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও নারী শিক্ষার প্রসার দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি করবে। আর শিক্ষিত জনগণ পরিবার ছোট রাখার

https://teachingbd24.com

মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখবে। একই সাথে 'খ' ছকের সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও ধর্মীয় নেতাদের এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ জনগণকে জনসংখ্যা সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলবে।

'ক' ছকের বা সরকারি উদ্যোগে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সেবা ও পরামর্শ মা ও শিশুর স্বাস্থ্য জীবন রক্ষার পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবে। পাশাপাশি 'খ' ছকের বেসরকারি উদ্যোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা জনগণকে পরিবার ছোট রাখার পরামর্শ দিয়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখবে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নারীকে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করবে। ফলে কর্মজীবী নারী অধিক সন্তান জন্মদানে বিরত থেকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখবে। অর্থাৎ সরকারি উদ্যোগ ও বেসরকারি উদ্যোগগুলো যদি সমন্বয় করে বাস্তবায়ন করা যায় তবে নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিশ্চিত করে জনগণকে জনসংখ্যা সমস্যার কুফল সম্পর্কে উপলব্ধি করানো সহজ হবে। যার ফলে জনসংখ্যা সমস্যার দ্রুত সমাধান ঘটবে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে 'ক' ও 'খ' ছকে উল্লিখিত কার্যক্রমের বা সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ ইমতিয়াজের বাবা একজন ক্ষুদে ব্যবসায়ী। মা একজন গৃহিণী। কোন রকমে তাদের সংসার চলে। এসএসসি পাস করার পর ইমতিয়াজ উদয়ন কারিগরি মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। বর্তমানে সে ঢাকার একটি পোশাক কারখানায় কাজ করে এবং চল্লিশ হাজার টাকা বেতন পায়। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাই স্কুল, সিলেট]*

ক. বাংলাদেশে প্রতিবর্গ কিলোমিটার কতজন লোক বাস করে? ১

খ. জনসংখ্যা নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ইমতিয়াজ কীভাবে জনসম্পদে পরিণত হল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের কৌশলগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১২৩৭ জন লোক বাস করে।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকের ইমতিয়াজ প্রযুক্তি কারিগরি শিক্ষা লাভ করে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত হয়েছে।

একটি দেশের জনসংখ্যা তখনই জনসম্পদে পরিণত হয় যখন জনগণ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করে দক্ষ হয়ে ওঠে। উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়ে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা যায়। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে কৌশল হিসেবে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়। যেমন: কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটানো। জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা। প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটানো প্রভৃতি।

উদ্দীপকের ইমতিয়াজ এসএসসি পাস করার পর উদয়ন কারিগরি মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এই মহাবিদ্যালয়টি কারিগরি প্রতিষ্ঠান হওয়ায় ইমতিয়াজ এখান থেকে প্রযুক্তি ও কারিগরি নির্ভর কর্মমুখী শিক্ষা লাভ করেছে। আর প্রযুক্তি নির্ভর কারিগরি তথা কর্মমুখী শিক্ষা লাভ করেই সে নিজেকে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করেছে এবং ঢাকার পোশাক কারখানায় চল্লিশ হাজার টাকার বেতনের চাকরি করছে।

ঘ উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়ে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা যায়।

বিশ্বের অনেক দেশ ইতোমধ্যে তাদের বিশাল জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করেছে। দেশের অশিক্ষিত ও কর্মহীন জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে তরুণদের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে জনসংখ্যাকে অনায়াসে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কৌশলগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

দক্ষ জনসম্পদ তৈরি করতে কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। দক্ষতাবৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে। দেশের অর্ধেক মানুষ নারী। তাই নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে তাদের শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। তাদেরকে প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

দেশের বিভিন্ন উৎপাদনমুখী খাতের চাহিদা অনুসারে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর জোর প্রদান করতে হবে। কৃষিভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সম্প্রসারণ করতে হবে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিস্তার ঘটাতে হবে। সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে প্রচুরি বৃত্তির ব্যবস্থা করে অধিকসংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিশ্বের উন্নত ও প্রযুক্তি নির্ভর দেশগুলোতে প্রেরণ করতে হবে।

উপরে আলোচিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ রাজু সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। সে মনে করে অর্থনীতির জ্ঞান থাকলে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারসহ আরও অনেক কাজ সহজে করা যায়। মানুষকে সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে দেশ ও সমাজের উভয়ের উন্নয়ন হবে দ্রুত এবং অর্থনীতি হবে গতিময়। *[নওগাঁ জিলা স্কুল, নওগাঁ]*

ক. বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় কত? ১

খ. মানব সম্পদ বলতে কী বোঝ? ২

গ. রাজু কীভাবে দেশের জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যের তাৎপর্য পর্যালোচনা কর। ৪

৩৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১৪৬৬ মার্কিন ডলার।

খ মানবসম্পদ বলতে সে সকল মানুষকে বোঝায় যারা শ্রম বা মেধা দিয়ে দেশের কৃষি, শিল্প, সেবাসহ দেশের যেকোনো খাতে অবদান রাখে। কর্মদক্ষ জনগণ মেধা ও শ্রমের দ্বারা নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করাসহ দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এজন্য তাদেরকে মানবসম্পদ হিসেবে অবহিত করা হয়। একটি দেশের সাধারণ জনগণকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাহায্যে মানবসম্পদে পরিণত করা যায়।

গ উদ্দীপকের রাজু উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করে দেশের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে পারে।

জনসংখ্যাকে জনসম্পদ বা মানবসম্পদে পরিণত করতে পারলে সমাজ ও দেশের উন্নতি হবে। প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার, উৎপাদনমুখী খাতের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অগ্রাধিকার প্রভৃতি উদ্যোগ দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। তাই নারীদেরকেও দক্ষ করে তোলতে হবে। এজন্য নারী শিক্ষার ও প্রশিক্ষণের প্রসার ঘটাতে হবে। এছাড়া সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে

Teachingbd24.com

প্রচুর বৃত্তির ব্যবস্থা করে অধিক সংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থীকে উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য উন্নত দেশগুলোতে প্রেরণ করার মাধ্যমে উচ্চতর দক্ষতা সম্পন্ন মানবসম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব।

উদ্দীপকের রাজু প্রযুক্তি ও কারিগরি নির্ভর কর্মমুখী শিক্ষা প্রসার, দক্ষতাবৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রমের সম্প্রসারণ নারী শিক্ষার প্রসার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে উন্নত ও প্রযুক্তি নির্ভর দেশে প্রেরণ প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দেশের জনসংখ্যাকে অনায়াসে জনসম্পদে পরিণত করতে পারবে।

ঘ মানুষকে সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে দেশ ও সমাজের উভয়ের উন্নয়ন হবে দ্রুত এবং অর্থনীতি হবে গতিময়' উদ্দীপকের এই শেষোক্ত বাক্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

মানবসম্পদ বলতে দক্ষ জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়। অন্যভাবে বললে বলা যায়, শ্রমশক্তি সম্পন্ন মানুষকে দেশের মানবসম্পদ বলা হয়। দক্ষ বা শ্রমশক্তি সম্পন্ন জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। কেননা, অদক্ষ মানুষ নয়, কেবলমাত্র দক্ষ মানুষই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। তাই দেশের জনগণকে জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলতে পারলে দেশও অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হবে।

জনগণ যদি অদক্ষ এবং অনুৎপাদনশীল হয় তবে সেই জনগণ দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে সেই দেশ বের হয়ে আসতে পারে না। অপরপক্ষে দেশের জনগণ যদি দক্ষ ও উৎপাদনশীল হয় তাহলে সেটি দেশের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। দক্ষ জনগোষ্ঠী জাতীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে সর্বোচ্চ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। বিদেশে দক্ষ জনশক্তির ব্যাপক চাহিদা থাকায় তারা বিদেশে গমন করে দেশে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা বা রেমিটেন্স প্রেরণ করতে পারে। ফলাফল স্বরূপ দেশ ও সমাজ উভয়ের দ্রুত উন্নতি ঘটে এবং অর্থনীতি হয় গতিময়।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে যদি মানুষকে সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা যায় তবে দেশ ও সমাজের দ্রুত উন্নয়ন ঘটবে এবং অর্থনীতি হবে গতিশীল।

প্রশ্ন ▶ ৩৭

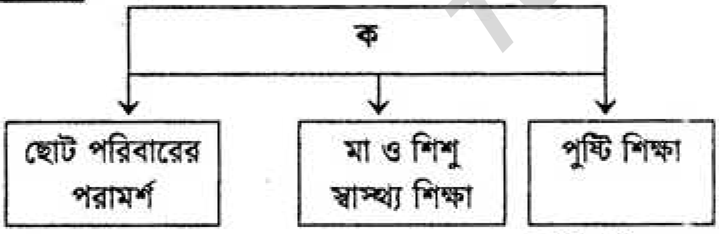

[কুমিল্লা জিলা স্কুল, কুমিল্লা]

ক. জনসংখ্যা নীতির প্রথম মূল লক্ষ্যটা কী? ১

খ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি কোন উদ্যোগকে অগ্রাধিকার দেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ছকে জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণের কোন ধরনের উদ্যোগের নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উক্ত উদ্যোগের কর্মসূচিগুলো জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে পরিণত করতে সক্ষম? তোমার মতামত দাও। ৪

৩৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে দেশের নাগরিকদের জীবনমানের উন্নতি এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জনসংখ্যা নীতির মূললক্ষ্য।

খ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে অধিক মনোযোগ দেন।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় সরকার ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচি এবং ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম হাতে নিয়েছিল। ইতোমধ্যে এই উদ্যোগটি শতভাগ অর্জিত না হলেও অর্জনের পথে।

গ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উল্লিখিত কার্যক্রমগুলো বেসরকারি উদ্যোগকে নির্দেশ করে।

স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো (NGO) বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বেসরকারি উদ্যোগে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বেসরকারি সংস্থাগুলোর কিছু কার্যক্রম আছে। পরিবার পরিকল্পনা, প্রকল্পের আওতায় মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, টিকা, ইনজেকশন ও পুষ্টি বিষয়ে সেবা প্রদান করে। পাশাপাশি সচেতনতামূলক কার্যক্রম হিসেবে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সাময়িকী, পোস্টার, ক্যালেন্ডার, চার্ট, নিউজলেটার, ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শন প্রভৃতি কাজ সম্পাদন করে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ হিসেবে টিকাদান ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে যা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বেসরকারি উদ্যোগকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উল্লিখিত কার্যক্রমগুলো বেসরকারি উদ্যোগকে নির্দেশ করে।

ঘ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দীপকের কর্মসূচিগুলো জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে পরিণত করতে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগ হিসেবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষার হার বাড়ানো, নারী শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর পাশাপাশি নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, পরিবার ছোট রাখার জন্য পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম চালু, বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের ওপর জোর দেওয়াসহ আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণ এবং নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করা হয়।

উদ্দীপকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে যে সকল কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে তা শুধু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বেসরকারি উদ্যোগকে নির্দেশ করে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে শুধু বেসরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। বেসরকারি উদ্যোগের সাথে প্রয়োজন উপরিল্লিখিত সরকারি উদ্যোগসমূহ।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, বেসরকারি উদ্যোগসমূহ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ

P	Q
▶ নিরক্ষরতা দূরীকরণ ▶ নারী শিক্ষার প্রসার ▶ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমূলক কাজ ▶ রেজিস্ট্রেশন ও কর্মসংস্থান	▶ মা ও শিশুর টিকা প্রদান ▶ প্রশিক্ষণ ▶ বাল্য বিবাহ রোধ ▶ ধর্মীয় নেতাদের উদ্বুদ্ধকরণ

[দি বাডস্‌ রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, শ্রীমঙ্গল]

ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু আয় কত? ১

খ. জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত কৌশল লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে P কাজগুলো কার উদ্যোগে সম্পাদিত হয় ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. P - Q এর কাজগুলো সম্পাদনের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব- বিশ্লেষণ করো। ৪

Teachingbd24.com

৩৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু আয় ৫৫,৮৩৬ মার্কিন ডলার।

খ উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করে দেশের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

দেশের অশিক্ষিত ও কর্মহীন জনগোষ্ঠী বিশেষ করে তরুণদের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে জনসংখ্যাকে অনায়াসে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব। এছাড়া বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে একটি দেশের জনসংখ্যাকে বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়কে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে দক্ষ করে তোলার মাধ্যমেও জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব। এর ফলে অধিক জনসংখ্যা আর দেশের বোঝা হিসেবে গণ্য হবে না।

গ 'P' অর্থাৎ সরকারি এবং 'Q' অর্থাৎ বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগগুলো কার্যকর করার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।
'P' ছকে উল্লিখিত উদ্যোগগুলো কার্যকরের মাধ্যমে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে। দেখা যায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সচেতন হয় এবং তারা পরিবার ছোট রাখে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমূলক কাজ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। এছাড়া কাজী অফিসে বিয়ে রেজিস্ট্রেশন হলে বাল্যবিবাহ হ্রাস পাবে এবং নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হলে তাদের ব্যস্ততা বেড়ে যাবে, যা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখবে।
'Q' ছকের উদ্যোগগুলো কার্যকরের মাধ্যমে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও টিকা প্রদানের পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে জনগণকে উৎসাহিত করা হবে যা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখবে। বাল্যবিবাহ রোধ ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণকে প্রশিক্ষিত করার মাধ্যমে ছোট পরিবার গড়ে তোলা যায়। ধর্মীয় নেতারা জনসংখ্যা হ্রাসের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন। তাদের জন্য কর্মশালা আয়োজন করে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হলে তা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।
বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য 'P' ও 'Q' ছকের উদ্যোগগুলো সরকারি ও বেসরকারিভাবে পরিচালিত হয়। সুতরাং বলা যায়, সরকারি ও বেসরকারিভাবে 'P' ও 'Q' ছকের উদ্যোগগুলো বাস্তবায়িত হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্থিতিশীল হবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ সুফিয়া বেগম একজন NGO কর্মী। তিনি একটি দুর্গম এলাকায় কাজ করেন। তিনি তার এলাকাবাসীকে সচেতন করার জন্য পোস্টার, ডকুমেন্টারি ও ফিল্মসহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম হাতে নেন। তিনি মনে করেন এত বড় কার্যক্রম একার পক্ষে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। *[বগুড়া জিলা স্কুল, বগুড়া]*

ক. বাংলাদেশ প্রতি বর্গকিলোমিটারে কত লোক বাস করে? ১
খ. জনসংখ্যা নীতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সুফিয়া বেগমের কাজ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোন ধরনের উদ্যোগ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত উদ্যোগটিই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট? মতামত দাও। ৪

৩৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১২৩৭ জন লোক বাস করে।

খ একটি দেশের জনসংখ্যা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, সেটিই জনসংখ্যানীতি।
জনসংখ্যা ও উন্নয়ন ধারণা দুটি পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। একটি দেশের উন্নয়ন অনেকাংশে ওই দেশের জনসংখ্যার ওপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে সরকার দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে জনসংখ্যার প্রতি গুরুত্বারোপ করে। আর এ জনসংখ্যার উন্নয়নে সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাকে জনসংখ্যানীতি বলে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই নীতি প্রণয়ন করা হয়। এ নীতির লক্ষ্য হলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশের নাগরিকদের জীবনমান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

গ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সুফিয়া বেগমের উল্লিখিত কার্যক্রম বেসরকারি উদ্যোগকে নির্দেশ করে।
স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো (NGO) বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বেসরকারি উদ্যোগে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বেসরকারি সংস্থাগুলোর কিছু কার্যক্রম আছে। যেমন- পরিবার পরিকল্পনা, প্রকল্পের আওতায় মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, টিকা, ইনজেকশন ও পুষ্টি বিষয়ে সেবা প্রদান করে। পাশাপাশি সচেতনতা কার্যক্রম হিসেবে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সাময়িকী, পোস্টার, ক্যালেন্ডার, চার্ট, নিউজলেটার, ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শন প্রভৃতি কাজ সম্পাদন করে থাকে।
উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ হিসেবে টিকাদান ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে যা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বেসরকারি উদ্যোগকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উল্লিখিত কার্যক্রম বেসরকারি উদ্যোগকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত উক্ত উদ্যোগই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট নয়। উদ্দীপকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বেসরকারি উদ্যোগ হিসেবে টিকাদান ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ ও ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে।
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগ হিসেবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষার হার বাড়ানো, নারী শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর পাশাপাশি নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, পরিবার ছোট রাখার জন্য পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম চালু, বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের ওপর জোর দেওয়াসহ আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণ এবং নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করা হয়।
উদ্দীপকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে যে সকল কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে তা শুধুমাত্র জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বেসরকারি উদ্যোগকে নির্দেশ করে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে শুধুমাত্র বেসরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। বেসরকারি উদ্যোগের সাথে প্রয়োজন উপরিল্লিখিত সরকারি উদ্যোগসমূহ।
উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত বেসরকারি উদ্যোগ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন ▶ ৪০ জামান সাহেব একজন উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা। 'জাতীয় জনসংখ্যা দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত একটি সেমিনারে তিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন উদ্যোগ ও তার কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করেন। এক্ষেত্রে তিনি সবাইকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা, মেয়েদের স্কুল-কলেজে পড়া নিশ্চিতকরণ, বিয়ে রেজিস্ট্রেশন প্রভৃতির ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরও বলেন, 'উপযুক্ত পরিকল্পনা ও কৌশল অবলম্বন করে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা যায়।' *[ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

Teachingbd24.com

ক. বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে? ১
খ. নারী শিক্ষা প্রসারে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে জামান সাহেব জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কোন ধরনের উদ্যোগের কথা বলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জামান সাহেবের শেষোক্ত উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

৪০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১২৩৭ জন লোক বাস করে।

খ নারী শিক্ষার প্রসারে বর্তমান সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকার প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ করছে। পাশাপাশি ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সরকার মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান করছে।

গ উদ্দীপকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগগুলোকে দেখানো হয়েছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের দায়বদ্ধতা অনেক। এ কারণে সরকার জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্থিতিশীল রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকার এ কাজ করে যাচ্ছে, যার প্রতিফলন ছকেও পরিলক্ষিত হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কতগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন- নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ এবং ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান করছে। পরিবার ছোট রাখার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম চালু করেছে। কাজী অফিসে বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের ওপর জোর দিয়েছে এবং হাঁস-মুরগির খামার ও মাছ চাষের মতো আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। উল্লেখিত কাজগুলো ছকেও প্রতিফলিত হয়েছে।

তাই বলা যায়, ছকের কাজগুলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গৃহীত সরকারি উদ্যোগগুলোকে নির্দেশ করে।

ঘ শেষোক্ত উক্তিটিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে হলে কিছু সুনির্দিষ্ট কৌশল বাস্তবায়ন করতে হবে।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। মাথাপিছু জমির অনুপাতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা খুব বেশি। এমতাবস্থায় জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের জন্য সরকারের উচিত উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের জন্য কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এর পাশাপাশি দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রমের সম্প্রসারণ করতে হবে। নারীশিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের প্রসার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার প্রদান প্রভৃতি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। তাছাড়া কৃষিভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সম্প্রসারণ এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিস্তার ঘটাতে হবে। সর্বোপরি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় করতে হবে।

উপরের কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ৪১ 'জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গৃহীত উদ্যোগ'

ছক X	নিরক্ষরতা দূরীকরণ, নারীশিক্ষার প্রসার, নাগরিকদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণ
ছক Y	বাল্যবিবাহ রোধ, সচেতনতা কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ প্রদান, পরিকল্পিত পরিবার গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়ন

[ফেনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. জাতীয় জনসংখ্যা দিবস কখন? ১
খ. বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির একটি উদ্দেশ্য লেখো। ২
গ. উপরে উল্লিখিত 'X' ছকের কার্যক্রম কোন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সম্পাদিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'Y' ছকের উদ্যোগগুলো কার্যকরের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিবছর ২রা ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে **'জাতীয় জনসংখ্যা দিবস'** পালন করা হয়।

খ বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিশু ও নারীর অপুষ্টির হার কমিয়ে আনা।

বাংলাদেশে শিশু এবং নারীরা সবচেয়ে বেশি অপুষ্টির শিকার হচ্ছে। ফলে দেশে পঙ্গুত্বের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ জনগোষ্ঠী অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করছে। তাই দেশের উল্লেখযোগ্য অংশের জীবনমান নিশ্চিত এবং সুষ্ঠ বিকাশ ত্বরান্বিত করতে সরকার জনসংখ্যা নীতিতে উল্লিখিত উদ্দেশ্যটি সংযোজন করে তা অর্জনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

গ সৃজনশীল ৮ এর 'গ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ সৃজনশীল ৮ এর 'ঘ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ▶ ৪২ ছকটি দেখে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ক্রম	দেশ	প্রতি বর্গকি.মি.- এ জনসংখ্যা	মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলার)
১	আমেরিকা	৩৫	৫৫,৮৩৬
২	ভারত	৪৪১	১৫৮১
৩	বাংলাদেশ	১২৩৭	১৪৬৬

[ফেনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. আমেরিকার তথ্য প্রযুক্তি খাতে কত ভাগ ভারতীয় দক্ষ জনশক্তির ওপর নির্ভরশীল? ১
খ. জাতীয় জনসংখ্যা দিবস পালনের গুরুত্ব উল্লেখ করো। ২
গ. উপরের ছক অনুযায়ী বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে বাধা কোনটি এবং কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনসংখ্যা কীভাবে জনসম্পদে রূপান্তর করবে তার কৌশল বর্ণনা করো। ৪

৪২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক আমেরিকার তথ্য প্রযুক্তি খাত ২৩ ভাগ ভারতীয় দক্ষ জনশক্তির ওপর নির্ভরশীল।

খ জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করাই জাতীয় জনসংখ্যা দিবস পালনের মূল লক্ষ্য।

বাংলাদেশ একটি জনসংখ্যাবহুল দেশ। জনসংখ্যার আধিক্য সমাজ, অর্থনীতিসহ সবক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একটি উন্নত দেশ গড়ার জন্য প্রতিবছর জনসংখ্যা দিবস পালন

Teachingbd24.com

করা হয় ২ ফেব্রুয়ারি। এ দিবস বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা সভা, মিটিং, মিছিলের মাধ্যমে জনগণের কাছে বার্তা পাঠানোর 'ছেলে হোক মেয়ে হোক, দুটি সন্তানই যথেষ্ট।' জাতীয় জনসংখ্যা দিবসের কারণে জনসংখ্যা এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। তাই জাতীয় জনসংখ্যা দিবস পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকের তালিকা অনুসারে বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে বাধা হলো জনসংখ্যার আধিক্য।

জনসংখ্যা ও উন্নয়ন এই বিষয় দুটি পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। কোনো দেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হলে সে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। অধিক জনসংখ্যার কারণে মাথাপিছু আয়ও কম হয়। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে বাস্তব উদাহরণ।

উদ্দীপকের তালিকায় দেখা যায়, বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১২৩৭ জন লোক বাস করে। যেখানে বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি. মি.। অর্থাৎ বাংলাদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। আবার জনসংখ্যার তুলনায় এ দেশের সম্পদের পরিমাণও কম। সুতরাং স্বল্প সম্পদের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যার চাহিদা মেটানো সম্ভব নয় এবং দেশের উন্নয়নও সম্ভব নয়। বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় মাত্র ১৪৬৬ মার্কিন ডলার, যা ছকে উল্লিখিত অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। এর প্রধান কারণ অধিক জনসংখ্যা এবং এটিই বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে অন্যতম বাধা।

ঘ ছকে বর্ণিত ২ নং দেশ অর্থাৎ ভারত তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করেছে। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে ভারতকে অনুসরণ করে সফল হতে পারে।

অধিক জনসংখ্যা দেশের জন্য বোঝাস্বরূপ। তবে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করা গেলে তা দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে অগ্রাধিকার দিলে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা যায়। ভারত এক্ষেত্রে রোল মডেল।

ভারতে বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যা বিদ্যমান। ভারত এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করার ক্ষেত্রে সাফল্য দেখিয়েছে। কারণ তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারত বেশ এগিয়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের ২৩ ভাগ ভারতীয় দক্ষ জনশক্তির ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং আমাদের দেশেও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব। এজন্য দেশের অশিক্ষিত ও কর্মহীন জনগোষ্ঠী বিশেষ করে তরুণদের জন্যে কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে জনসংখ্যাকে অনায়াসে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের উচিত ভারতের ন্যায় তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে গুরুত্ব দেওয়া।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ রহমত কৃষিকাজ করে পরিবারের খরচ বহন করার পাশাপাশি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাচ্ছেন। ছেলে কামাল তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে লেখাপড়া করতে গিয়ে আর্থিক সমস্যায় পড়েছে এবং এটি তার ভালো রেজাল্টের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে উপার্জনের পথ না বাড়ায় মেয়ে রত্নাকে অষ্টম শ্রেণির পর আর পড়াতে পারবেন কি না সে ব্যাপারে রহমত সাহেব একেবারেই অনিশ্চিত।

[নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে সরকার কয়টি কৌশল নির্ধারণ করেছে? ১

খ. জনসংখ্যা ও উন্নয়ন একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত কেন? ২

গ. কামালের অধ্যয়নকৃত বিষয়টি জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে কী ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মেয়ে রত্নাকে নিয়ে রহমত সাহেবের আশঙ্কা অমূলক— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে বাংলাদেশ সরকার ১১টি কৌশল নির্ধারণ করেছে।

খ কোনো দেশের জনসংখ্যা কম না বেশি, দক্ষ বা অদক্ষ তার ওপর দেশটির উন্নয়ন নির্ভরশীল।

একটি দেশের জনসংখ্যার উপর সে দেশের উন্নয়ন অনেকখানি নির্ভর করে। যে দেশের জনসংখ্যা বেশি হয় সে দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় কম হয়। আর জনগণের মাথাপিছু আয় কম হলে দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হয়। তাই জনসংখ্যা ও উন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কিত।

গ কামাল তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে পড়াশোনা করছে। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে এ বিষয়টি বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান যুগ তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। এ কারণে তথ্য-প্রযুক্তি খাতে প্রচুর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে এজন্য প্রয়োজন তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষ জনসম্পদ। আলোচ্য বিষয়টি এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

কামাল তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে পড়াশোনা শেষ করতে পারলে সহজেই তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে। কারণ এ খাতে দক্ষ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন রয়েছে। আর তথ্য-প্রযুক্তি খাতে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি করে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত সাফল্য অর্জন করেছে। এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশও তথ্য-প্রযুক্তি খাতে ২৩ ভাগ ভারতীয় দক্ষ জনশক্তির ওপর নির্ভরশীল। আমাদের দেশও বিগত বছরগুলোতে তথ্য-প্রযুক্তি খাতে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। এ কারণেই কামালের মতো অনেকেই তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে পড়তে আগ্রহী হচ্ছে।

তাই বলা যায়, দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরির জন্য তথ্য-প্রযুক্তি একটি যুগোপযোগী বিষয়।

ঘ নারীশিক্ষার প্রসারে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের আলোকে বলা যায়, মেয়ে রত্নাকে নিয়ে রহমত সাহেবের আশঙ্কা অমূলক।

আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হলো নারী। তাই নারীদেরকে বাদ দিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য বাংলাদেশ সরকার নারীশিক্ষার প্রসারে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যার সুফল রত্নাও ভোগ করবে।

রত্নার বাবা রহমত সাহেব কৃষিকাজ করেন। তার উপার্জন সীমিত। এজন্য তিনি অষ্টম শ্রেণির পর মেয়েকে আর পড়াতে পারবেন কি না সে ব্যাপারে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু রত্না দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সরকার থেকে উপবৃত্তি পাবে। কারণ সরকার নারীশিক্ষার প্রসারে এই সুবিধার প্রচলন করেছে। আবার মাধ্যমিক পর্যন্ত সরকার বিনামূল্যে পাঠ্যবইও সরবরাহ করে। তাই রত্নার পড়াশোনা সহসা বন্ধ হবে না। বরং রত্না যদি ভালোভাবে পড়াশোনা করে তবে সে বৃত্তি লাভের মাধ্যমে আরও বহুদূর যেতে পারবে। এমনকি ভবিষ্যতে সে চাকরি করার ক্ষেত্রেও সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত নারী কোটায় সুবিধা পাবে।

পরিশেষে বলা যায়, রহমত সাহেব তার মেয়ের পড়াশোনা নিয়ে যে আশঙ্কা করেছেন তা যৌক্তিক নয়।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪৪ 'জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গৃহীত উদ্যোগ'

ছক A	নিরক্ষরতা দূরীকরণ, নারীশিক্ষার প্রসার, নাগরিকদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণ

ছক B	বাল্যবিবাহ রোধ, সচেতনতা কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ প্রদান, পরিকল্পিত পরিবার গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়ন

[নরসিংদী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. জনসংখ্যা সম্পর্কে বাংলাদেশের স্লোগান কী? ১

খ. জনসংখ্যা নীতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. উপরে উল্লিখিত 'A' ছকের কার্যক্রম কোন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সম্পাদিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'B' ছকের উদ্যোগগুলো কার্যকরের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক জনসংখ্যা সম্পর্কে বাংলাদেশের স্লোগান হচ্ছে, 'ছেলে হোক মেয়ে হোক, দুটি সন্তানই যথেষ্ট'।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ সৃজনশীল ৮ এর 'গ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ সৃজনশীল ৮ এর 'ঘ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ আমিনা ও মিম দুই বোন। আমিনার স্বামীর হাঁস-মুরগির খামার আছে। তার সামান্য আয়ে দুই সন্তান নিয়ে সুখে দিন কাটে। কিন্তু মিমের স্বামী ভালো আয় করেন। পাঁচজন সন্তান নিয়ে তার অভাব মিটে না। *[বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]*

ক. জনসংখ্যা নীতি কী? ১

খ. জনসংখ্যাকে কীভাবে জনসম্পদে রূপান্তর করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মিমের পরিবারের সমস্যার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টার ফলেই দেশ থেকে মিমদের সমস্যা সমাধান সম্ভব— যুক্তি দাও। ৪

৪৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক জনসংখ্যানীতি বলতে জনসংখ্যা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত নীতিকে বোঝায়।

খ উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করে দেশের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

দেশের অশিক্ষিত ও কর্মহীন জনগোষ্ঠী বিশেষ করে তরুণদের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে জনসংখ্যাকে অনায়াসে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব। এছাড়া বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে একটি দেশের জনসংখ্যাকে বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়কে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে দক্ষ করে তোলার মাধ্যমেও জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব। এর ফলে অধিক জনসংখ্যা আর দেশের বোঝা হিসেবে গণ্য হবে না।

গ উদ্দীপকের মিমের পরিবারের সমস্যার কারণ হলো পরিবার পরিকল্পনার অভাব।

জনসংখ্যাকে একটি দেশের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ উপাদান দেশের জন্য কল্যাণকরও হতে পারে আবার অকল্যাণকরও হতে পারে। সাধারণত দেশের সম্পদ ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা বেশি হলে তা দেশের জন্য বোঝা হিসেবে বিবেচিত হয়। তখন তা একটি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানের মতো উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হওয়ায় জনসংখ্যা স্ফীতিই এসব দেশের জন্য সমস্যা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। যার মূলে রয়েছে সঠিক পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের অভাব। উদ্দীপকের মিমের পরিবারের ক্ষেত্রেও আমরা অনুরূপ বিষয়টি দেখতে পাই।

ধর্মীয় অপব্যাখ্যা, অশিক্ষা, কুসংস্কার ইত্যাদির কারণে বাংলাদেশের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মানুষেরা পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে আগ্রহী নয়। যার ফলে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। এমনও দেখা যায়, একটি পরিবার চার-পাঁচজন সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে পরিবারের আয় বেশি হলেও সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ায় সবার চাহিদা মেটাতে হিমশিম খেতে হয়। অর্থাৎ, পরিবারের সদস্য সংখ্যা কম হলে যেখানে অর্জিত আয়ের মাধ্যমে স্বচ্ছল জীবনযাপন করা যেত সেখানে সদস্য বেশি হওয়ায় একটা টানাপোড়েনের মধ্যে থাকতেই হয়। উদ্দীপকে মিমের পরিবারের ক্ষেত্রে দেখা যায় তার স্বামী ভালো আয় করলেও পাঁচজন সন্তান থাকায় অর্থাৎ মোট সাত সদস্যের পরিবারের চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে তার পরিবারের সমস্যার জন্য দায়ী পরিবার পরিকল্পনার অভাব। যদি তারা পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে সন্তান সংখ্যা দুই জনে সীমিত রাখত তাহলে তারা সুখী ও সুন্দর জীবনযাপন করতে পারত। তাই বলা যায়, মিমের পরিবারের সমস্যার একমাত্র কারণ হলো পরিবার পরিকল্পনার অভাব।

ঘ সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টার যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমেই দেশ থেকে জামিলাদের সমস্যা তথা অধিক জনসংখ্যাজনিত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

একটি দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য ঐ দেশের জনসংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে জনসংখ্যা যদি দেশের সম্পদ ও চাহিদার তুলনায় বেশি হয়ে যায় তাহলে তা অর্থনীতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা বেশি হওয়ায় তা দেশের প্রধান জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। আর এ জাতীয় সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারিভাবে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে সরকারিভাবে ইতোমধ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেমন-নিরক্ষরতা দূর করা ও শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া সরকার বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের ওপর জোর দিয়েছে। অন্যদিকে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে সরকারের পরিপূরক হিসেবে অনবদ্য অবদান রেখে চলেছে বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত উদ্যোগগুলো। এ উদ্যোগগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখছে পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় গ্রাম ও শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরিবার ছোট রাখার পরামর্শ ও শিক্ষা দেওয়া হয়। পাশাপাশি মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, টিকা ও পুষ্টি বিষয়েও সেবা দেওয়া হয়। এছাড়া বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ রোধ, সচেতনতা কার্যক্রম যেমন- পোস্টার, ক্যালেন্ডার, চার্ট, নিউজলেটার, ডকুমেন্টারি ফিল্ম ইত্যাদি জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পরিশেষে বলা যায়, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত উদ্যোগগুলোর কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

Teachingbd24.com